

কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ।

(সামাজিক চিত্র)

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার দেববর্ম্মা, বি, এল্,
(*Provincial Civil Service.*)
প্রণীত।

"আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।"

১৩১৭।
আশ্বিন

মূল্য ।/০ পাঁচ আনা।

উৎসর্গ।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থজাতির অমূল্যরত্ন
বিদ্যোৎসাহী ও স্বজাতিপ্রেমিক
মাননীয় শ্রীযুক্ত কুমার শর-
দিন্দু নারায়ণ রায়, এম, এ,
প্রাজ্ঞ, মহোদয়ের কর-
কমলে এই ক্ষুদ্রগ্রন্থ
প্রীতি উপহার
স্বরূপ অর্পণ
করিলাম।

গ্রন্থকার।

চিত্রোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

দেবগণ।

ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, শনি, বৃহস্পতি, চিত্রগুপ্ত।

পুরুষগণ।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সিংহ ... চুঁচুড়ার জনৈক ধনাঢ্য ও শিক্ষিত কায়স্থ যুবক।

" মোহিতকুমার সিংহ ... প্রফুল্লকুমারের কনিষ্ঠ সহোদর।

" মৃত্যুঞ্জয় বসু ... কলিকাতার জনৈক কায়স্থ বড়লোক।

" হেমবিনোদ বসু ... মৃত্যুঞ্জয় বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র।

" শ্যামনীরদ বসু ... মৃত্যুঞ্জয় বাবুর কনিষ্ঠপুত্র।

" নীলমাধব মিত্র ... কলিকাতার জনৈক কায়স্থ ভদ্রলোক।

" চারুচন্দ্র মিত্র ... নীলমাধব বাবুর প্রতিবেশী ও দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দেবব্রত শাস্ত্রী ... ছদ্মবেশী বৃহস্পতি।

পুরোহিত; মৃত্যুঞ্জয় বাবুর প্রতিবেশীগণ; বরপক্ষীয়গণ; কন্যাপক্ষীয়গণ; ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পণ্ডিতগণ ইত্যাদি।

নারীগণ।

শ্রীমতী	কনকলতা দেবী	...	প্রফুল্লকুমারের স্ত্রী।
”	প্রমীলাসুন্দরী দেবী	...	প্রফুল্লকুমারের অবিবাহিতা ভগিনী।
”	নীলাময়ী দেবী	...	শ্যামনীরদের নববধূ।
”	ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবী	...	নীলমাধব বাবুর স্ত্রী।
”	সুশীলা দেবী	...	নীলমাধব বাবুর কন্যা।
”	হিরণ্ময়ী দেবী	...	হেমবিনোদ বাবুর স্ত্রী।
”	নিতম্বিনী দেবী		নীলাময়ীর জ্যেষ্ঠা ভগিনীগণ।
”	শরৎলক্ষ্মী দেবী		
”	মানদাসুন্দরী দেবী		

তিলোত্তমা, উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, প্রভৃতি অপ্সরাগণ; বাসর ঘরের এয়োগণ; বৈষ্ণবীগণ ইত্যাদি।

কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ

(সামাজিক চিত্র)



প্রথম দৃশ্য।

(প্রস্তাবনা)

(কলিকাতার রাজপথ। কয়েক জন বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

গান।

(কীর্ত্তনের সুর)

ছি ছি হ'ল কি,—ওমা হ'ল কি,—এ যে আজব্ কারখানা।
ক্ষেপেছে কায়েত্‌গুলো পৈতে ব'লে,
তারা শোনে না মানা।
ছেলে বুড়ো যত আছে এই বাঙ্গ্‌লা দেশময়,
হুজুগে মেতেছে সবাই, নাইরে ধর্ম্মভয়,
(কত) হাজার বছর ঘুমিয়ে থেকে,
(তাদের) সেন্‌সসে হ'ল চেতনা।
বামুনেরা দিচ্ছে দোহাই, শোনরে ভাই,
পৈতে নিও না,

সুধু পৈতে নিলে, হয় না বামুন,
তাও কি জান না,
তোমরা পৈতে নিলেও থাক্‌বে কায়েত্‌,
আমরা শূদ্দুর ছাড়া ব'ল্‌ব না।
যাদের পৈতে ছিল নারে কোনও পুরুষে,
তারাও পৈতে দিচ্ছে গলায় ধন্য সাহসে,
তাদের "ক্ষত্রি" হবার সাধ হ'য়েছে,
কেবল "দেববর্ম্মা" নাম কেনা।
এরা শূদ্দুর ব'ল্লে চটে কেন বুঝ্‌তে নারি সই,
এখন দেশের মধ্যে বামুন শূদ্দুর ভেদ বা আছে কৈ,
(অনেক) বামুনেরাও হতচ্ছাড়া,
সন্ধ্যা আহ্নিক কেউ করে না।
ঘোর কলিতে এম্‌নি হবে শাস্ত্রে লিখেছে,
তাইতে বুঝি ছত্রিশ জেতে বামুন সেজেছে,
এখন পাপের ভরা পূর্ণ হ'ল,
ডুবল বাঙ্গ্‌লা দেশখানা॥
(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৈজয়ন্ত ধাম। নন্দন কানন।

(সুরপতি ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ ও বায়ু)

ইন্দ্র। আ'জ আমার এই নন্দন-কানন অপূর্ব্ব শোভার আলয় হ'য়েছে। কুসুমিত উপবনে পারিজাত, মন্দার প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হ'য়ে অনির্ব্বচনীয় সুষমায় বনস্থলী আলোকিত ক'রেছে। প্রমত্ত মধুপগণ ফুলে ফুলে বিচরণ ক'রে মধুপান ক'চ্ছে। মন্দ মন্দ মলয়ানিল ফুলের পরাগ হরণ ক'রে, প্রাণমাতানো সৌরভে আমাদের চিত্ত আমোদিত ক'চ্ছে। অদূরে সুরশৈবলিনী মন্দাকিনী কুল্ কুল্ স্বরে প্রবাহিত হ'য়ে, সুস্বরলহরীতে আমাদের কর্ণ-কুহরে সুধাধারা ঢা'ল্‌ছেন। কুঞ্জবনের বিনোদিনী বিহঙ্গিনীগণ মন্দাকিনীর ধ্বনির সঙ্গে তাদের সুমিষ্ট ধ্বনি মিশা'চ্ছে। সরোবরে কত কুবলয়, কুমুদ, কহ্লার ফুটে র'য়েছে। কলহংসীগণ মৃদুল তরঙ্গ সঞ্চারে পদ্মে পদ্মে ভ্রমণ ক'চ্ছে। আ'জ নন্দন কাননে সকলি প্রফুল্লতাময়, সকলি মাধুরী মাখা, দেখ্‌তে পাচ্ছি। এহেন সুখের সময় অপ্সরাগণ কোথায়? তাঁরা এসে সুধামাখা সঙ্গীত লহরীতে আমাদের মনপ্রাণ বিমোহিত করুন্।

(তিলোত্তমা, উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাগণের প্রবেশ ও গান)

গান।

বেহাগ মিশ্র·········ঠুংরি।

(আজি) বিহগ কূজনে সখি, কার স্মৃতি হৃদে জাগি,
পরাণ উদাস এত হইল ;
কার ছায়া বাতায়নে, পশিয়ে সমীর সনে,
মরমে আকুল করি তুলিল।
(সখি) কে আসি পশিল হৃদি কাননে,
কেবা পরশিল হাসি আননে,
কার অনুরাগে মিশি, উছলি সোনার শশী,
সুবিমল সুধারাশি ঢালিল।
(সখি) কেবা হেসে দেখা দিল স্বপনে,
(কেবা) আঁখিবারি মুছাইল যতনে,
আকুলি শিখিনীগণে, মোহিয়ে নিকুঞ্জ বনে,
কাহার মোহন বাঁশী বাজিল।

ইন্দ্র। চমৎকার! চমৎকার!! তোমাদের সুধাকণ্ঠে, আ'জ নন্দনকাননের অপূর্ণ সুখ-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প'ড়ল। গাও, আরও দুটী একটী গান গাও।

(অপ্সরাগণের পুনরায় গান)

ঝিঁঝিঁট্ খাম্বাজ······আড়খেম্‌টা ।

প্রেমে আঁখি ভরা, প্রাণের পিয়ারা,
ঢাল ঢাল সুধা ঢালরে প্রাণ্ ।
(আজি) বিমল পুলকে, চাঁদের আলোকে,
মিশায়ে মিশায়ে তোলরে তান্ ।
(আজি) ত্রিদিবের সুবিমল শশী,
কৌমুদী বিকাশে নাশে তমোরাশি,
প্রিয় পতি আশে, চকোরিণী ভাসে,
সুধাকরে হেরি গাইছে গান ।
উপবনে হেরি কিবা ফুলশোভা,
ফুল্ল পারিজাতে কিবা মনোলোভা,
চাঁপা জাতি যুতি মল্লিকা মালতী,—
সৌরভে আকুল করিল প্রাণ ॥

(অপ্সরাগণের পুনরায় গান)

সিন্ধু খাম্বাজ······আড়াঠেকা ।

আজি নিরখি যে সুধারাশি সুধা চারি ধার ।
শুনি কুসুমিত কুঞ্জবনে মধুপঝঙ্কার ।
পূর্ণ শশধরে দেখি, কমল মুদিল আঁখি,
কুমুদি ভাসিল সুখে প্রেম-পারাবার ।

রতিপতি রতি সনে, আইল প্রফুল্ল মনে,
ফুল শর হানি প্রাণ বধে অবলার।
আকুল কোকিলদল, বিচলিত অলিকুল,
নবীন বকুল ফুলে ভ্রমে অনিবার।
মধুসখা মধু মাসে, দেখা দিল হেসে হেসে,
বিরহিণী নারী ভাসে নয়ন আসার।

গান্।

সিন্ধু......মধ্যমান্।

(বল) কেন গো সজনি, রজনী প্রভাত পানে চায়।
কেন রে আকুল হিয়া বাঁধি, চকোরিণী চাঁদ পানে ধায়।
কি সোহাগে অনুরাগে, তপনে কমল জাগে,
কুমুদিনী চাঁদেরে ধেয়ায় ;
না জানি কি সুখাবেশে, ফুলরাণী ফুটে হেসে,
আকুল মধুপ এসে চরণে লুটায়।
কেনরে বিহগে হেরি, আমোদিনী বিহগিনী
তমালের ছায় ;
কেনরে নিরখি পিকে, পাগলিনী পিকবধূ,
কুহু রবে গায়।

(অপ্সরাগণের প্রস্থান।)

(শনির প্রবেশ।)

শনি। দেবরাজ! সতত প্রমত্ত তুমি সঙ্গীত সুধায়
বিহরিছ সুখে এই নন্দন কাননে,
মানস মোহিনী যত অপ্সরা ললনা
বিমোহিছে চিত্ত তব সুস্বর নিস্বনে।
কিন্তু নাহি রাখ অন্য সমাচার; নাহি জান কভু
ঘটিয়াছে মর্ত্তধামে কিবা সর্ব্বনাশ।

বরুণ। কি হ'য়েছে মর্ত্তধামে কহ সবিশেষ
জানিবারে সে বারতা কুতূহলী মোরা।

শনি। বঙ্গদেশে ঘটিয়াছে ভীষণ বিপ্লব
ধর্ম্মরাজ্যে, চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ ভিতরে;
বঙ্গীয় কায়স্থজাতি মত্ত অভিমানে
বিদ্যাবলে ধনবলে হ'য়ে বলীয়ান্
ক্ষত্রিয় বলিয়া করে জগতে ঘোষণা।
হিন্দুশাস্ত্রে নিরন্তর করি অবহেলা
লইতেছে যজ্ঞসূত্র সবে দলে দলে;
অহঙ্কারে নাহি মানে কাহারও বারণ,
অবজ্ঞায় অবহেলে ব্রাহ্মণ-নিষেধ।
কায়স্থের যজ্ঞসূত্র হেরি, অধিকাংশ ব্রাহ্মণ বিরোধী,
ত্যজিয়াছে সমাজ-সংশ্রব তারা কায়স্থের সনে;

ঘটিতেছে বিষম বিরোধ ব্রাহ্মণ কায়স্থ মাঝে,
পড়িয়াছে বঙ্গদেশে মহা হুলুস্থূল।

ইন্দ্র। শুনিনু বিশেষে, কিন্তু বুঝিবারে নারি,
কি কারণে বিপ্রগণ হ'লেন বিবাদী;
নহে কি কায়স্থ কভু ক্ষত্রিয় সন্তান?
যজ্ঞসূত্রে নাহি কিবা তার অধিকার?

শনি। বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি, হীন শূদ্র সবে;
হইয়াছে বিদ্যাবলে, ধনবলে আর
সমাজে উন্নত; কিন্তু নহে তৃপ্ত তবু,
"ক্ষত্রিয়" হইতে সাধ উপজিল মনে।
দ্বাদশ শতাব্দী মহা নিদ্রাবশে থাকি
সেন্‌সসে জাগিল তারা ঘোর হুহুঙ্কারে।
অবহেলে শাস্ত্র উপদেশ; বর্ণগুরু ব্রাহ্মণেরে
কটুভাষে সদা অভিমানে।
অপরাধ তাহাদের বর্ণিনু বিশেষে,
এবে দেহ শাস্তি সমুচিত,
অশনি নিক্ষেপে বধ তাদের পরাণ।

ইন্দ্র। (সহাস্যে) দেব শনি! না জানি বিশেষ সমাচার,
কারেও নিগ্রহ করা,
কভু অমরের না হয় উচিত।
অগ্রে আমি জিজ্ঞাসিব গুরুদেবে;
শাস্ত্রের বিধান যত তাঁহার বিদিত।

জিজ্ঞাসিব তাঁরে, বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি
কোন্ বর্ণ সবে ;
যজ্ঞসূত্রে তার আছে বা না আছে অধিকার।
যদি শূদ্র হ'য়ে ল'য়ে থাকে যজ্ঞসূত্র,
সমুচিত শাস্তি তারা পাইবে নিশ্চয়।

চন্দ্র। যা কহিলে দেবরাজ, হয় সমুচিত।
না জিজ্ঞাসি গুরুদেবে,
না জানি বিশেষে কায়স্থের বর্ণধর্ম্ম,
না হয় উচিত তাদের নিগ্রহ করা।
ঐ আসিছেন গুরু।

(বৃহস্পতির প্রবেশ ও আসনগ্রহণ)।

দেবগণ। গুরুদেব! প্রণমি চরণে।

বৃহস্পতি। পরিতৃপ্ত আমি হেরি তোমা সবাকারে
এ অপূর্ব্ব শোভাময় নন্দনকাননে,
কিন্তু কেন নাহি জানি—
নিরখি শনির মুখ রক্তিমবরণ।

ইন্দ্র। মর্ত্তধামে ঘটিয়াছে বিষম বিপ্লব,
নহে অবিদিত তব এ সব বারতা।
কিন্তু কহ দেব! বঙ্গীয় কায়স্থজাতি
ক্ষত্রিয় বা শূদ্রবর্ণ ;
যজ্ঞসূত্রে তার আছে বা না আছে অধিকার।

বৃহস্পতি। বঙ্গের বিপ্লববার্ত্তা জানি সবিশেষ,
কিন্তু কায়স্থেরে নাহি দোষি ইথে আমি।
দেখিয়াছি শাস্ত্র সব তন্ন তন্ন করি,
পুরাণাদি, স্মৃতি, আর সংহিতা যতেক,
জানি আমি সুনিশ্চয়, কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ ;
সবে তারা চিত্রগুপ্তদেব-বংশধর।
করি প্রায়শ্চিত্ত তারা শাস্ত্রের বিধানে,
লইবারে অধিকারী যজ্ঞসূত্র সবে।

ইন্দ্র। সন্তুষ্ট হ'লেম সবে শুনি তব বাণী,
ঘুচিল মোদের আজি মনের সংশয়।
বঙ্গের কায়স্থ জাতি উপবীত করুন্ গ্রহণ,
তাহে নাহি হব বাদী,
কভুনা শাসিব তারে।
দেব শনি! শুনিলে তো গুরুর বচন ;
এবে সম্বর তোমার ক্রোধ,
অযথা কায়স্থ প্রতি হ'য়োনা কুপিত।

(সকলের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

(দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

[বৃহস্পতির আলয়]

(বৃহস্পতি ও চিত্রগুপ্ত)

চিত্রগুপ্ত। গুরুদেব! কেমনে জানাব,
যে অনলে দহিছে পরাণ।
বঙ্গদেশ মাঝে, আমার সন্তান যত,
শূদ্রভাবে কত মতে সমাজে লাঞ্ছিত তারা ;
সদা সহে কত অপমান, ব্রাহ্মণের কাছে ;
হেরি তাদের নিগ্রহ, তুষানলে দহে হিয়া।
সে দেশের রাজা, গত লোকগণনায়
বলিল তাদের শূদ্র ; অপমানে মরিল মরমে।
সুধু যজ্ঞসূত্র বিনা, এতেক লাঞ্ছনা।
কর প্রতিকার গুরো!
সন্তানের এত ক্লেশ সহে না পরাণে।
দয়া করি কায়স্থেরে দেহ পদছায়া,
পদধূলি দেহ দেব! কায়স্থের শিরে,
অশেষ কল্যাণ তার হইবে সাধন।

বৃহস্পতি। দুঃখ দূর কর, দেব চিত্রগুপ্ত।
তোমার সন্ততিগণ না সহিবে অপমান আর ;
পোহাইল দুঃখ বিভাবরী,
উদিয়াছে সুখ দিনমণি।

ধীরে ধীরে সন্ততি তোমার
যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করি, যজ্ঞসূত্র করিবে গ্রহণ,
শূদ্র অপবাদ তারা ঘুচাবে অচিরে।
ধরায় অমরাবতী কলিকাতা ধামে
বসিবে বিচার-সভা; কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব তরে
ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সনে হইবে বিচার।
উপজিল সাধ মনে, পশি ছদ্মবেশে
হেরিবারে বিচার কৌতুক।
উভয় পক্ষেতে মিলি, বরিবে আমারে
মধ্যস্থের পদে;
শাস্ত্রের বিচারে হবে, ব্রাহ্মণের পরাজয়।
কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব, প্রতিষ্ঠিত হবে বঙ্গদেশে,
অগণিত কায়স্থমণ্ডলী, ধীরে ধীরে লবে যজ্ঞসূত্র;
মুছিবে অচিরে তার শূদ্রত্ব কালিমা।

চিত্রগুপ্ত। গুরুদেব! অভয়বাণীতে তব
কি সুখ যে উপজিল মনে,
না পারি বর্ণিতে।
এবে হ'য়েছে প্রতীতি,
আমার সন্তানগণ
শ্রেষ্ঠ দ্বিজজাতি ব'লে প্রতিষ্ঠা লভিবে;
শূদ্রত্ব কালিমা তার হইবে মোচন।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(প্রথম গর্ভাঙ্ক)

[চুঁচুড়া। প্রফুল্লকুমারের পুস্তকাগার। চিন্তাকুলভাবে প্রফুল্লকুমার চেয়ারে উপবিষ্ট।]

প্রফুল্লকুমার। (স্বগত) আমাদের কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়াচার-গ্রহণের চিন্তায় দিন দিন অবসন্ন হ'লেম। প্রায় দশ বৎসর হ'ল, কলিকাতায় কায়স্থ-সভা স্থাপিত হ'য়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আশানুরূপ ফল এখনও কিছু হয়নি। আমাদের এ আন্দোলনের পরিণাম যে কি হবে, তা কেবল অন্তর্যামী নারায়ণই জানেন। কায়স্থ জাতির মধ্যে কেউ কেউ ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ ক'রেছেন বটে, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা বড় বেশী নয়। উপবীতী কায়স্থের সংখ্যা কিছু কিছু বা'ড়্‌ছে,—কিন্তু দেশের অনেক শিক্ষিত কায়স্থগণকে উপনয়নসংস্কারে উদাসীন দেখে মনে বড় নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়। সকলই নারায়ণের ইচ্ছা। তাঁর কৃপা হ'লে, আমাদের কায়স্থজাতির উন্নতি অবশ্যই হবে। দিনাজপুরের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর, তাঁর পুত্রের উপনয়ন দিয়ে, আমাদের উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থজাতিকে গৌরবান্বিত ক'রেছেন। দিনাজপুরের মাননীয় কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায়, প্রাজ্ঞ, মহোদয়ও আমাদের একটী অমূল্য

রত্ন। ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ ক'রে, তিনিও আমাদের পথপ্রদর্শক হয়েছেন। এঁদের দুজনের প্রদর্শিত পথে, উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণ সকলেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হবেন, আশা করা যায়। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় ও বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু দেববর্ম্মা মহাশয় উপনয়ন গ্রহণ ক'রে দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থজাতির মুখ উজ্জ্বল ক'রেছেন। ধন্য এঁদের সৎসাহস! ধন্য এঁদের স্বজাতি প্রেম! এঁরা দুজন সৎসাহস দেখিয়ে অগ্রসর না হ'লে, আমাদের কায়স্থ জাতি চিরদিনের জন্য বোধ হয় শূদ্রত্বের গভীর পঙ্কে নিমগ্ন থাক্'ত। বোধ হয় এই বঙ্গদেশের চারিশ্রেণীর কায়স্থগণের মানসম্ভ্রম এঁরাই রক্ষা ক'রেছেন। ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ ক'রে, এঁরাই মুমূর্ষু কায়স্থসভার প্রাণদান দিয়েছেন। বারেন্দ্র কায়স্থজাতির সৎসাহস ও উৎসাহ বড়ই প্রশংসনীয়। তাঁদের মধ্যে, কি কুলীন, কি মৌলিক, অধিকাংশেরই উপনয়ন হ'য়েছে। যাঁরা অবশিষ্ট আছেন, তাঁদেরও বোধ হয় শীঘ্রই নিতে হবে। দুঃখের বিষয়, বঙ্গজ কায়স্থগণ এখনও পশ্চাৎপদ আছেন। কত দিনে যে তাঁদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গ্‌বে, তা কিছুই বলা যায় না। যতদূর জান্‌তে পেরেছি, তাঁদের মধ্যে কুলীনগণ অধিকাংশই পৈতের বিরোধী। তাঁরা মনে করেন, পৈ'তে নিলে কুলীন ও মৌলিক সব এক হ'য়ে যাবে,

তাঁদের কুলমর্য্যাদা আর থাক্‌বে না, মৌলিকেরা আর তাঁদের কুলীন ব'লে সম্মান ক'রবে না। কি বিষম ভ্রম! ব্রাহ্মণদের মধ্যেও তো কুলীন ও শ্রোত্রীয় আছেন; পৈতে নিলেই যে সব এক হ'য়ে যায়, এ যাঁরা মনে করেন, তাঁরা বড়ই ভ্রান্ত। আর, মোহিত ভায়া কেন যে ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণের বিরোধী, তা কিছুই বুঝ্‌তে পারিনেঁ। সে বিলেত যাবার জন্য বড় ব্যস্ত হ'য়েছে। তাকে বিলেত পাঠান আমার সম্পূর্ণ মত, কিন্তু পৈতে নিয়ে বিলেত যেতে বাধা কি? বিলেত থেকে ফিরে এসে, যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত ক'রলেই সব গোল চুকে যাবে। এ কথা তাকে কিছুতেই বোঝাতে পা'রলেম না। দেখা যাক্, কি হয়। আজ কনকের আস্‌তে এত দেরী হ'চ্ছে কেন? আবার এও এক বিষম সমস্যা। আমাদের কায়স্থজাতির মেয়েদের মধ্যে, প্রায় সকলেই পৈতের বিরোধী। কেন যে এদের এমন ভাব হ'ল, কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে। বোধ হয়, সুশিক্ষার অভাবেই এ দশা হ'য়েছে। যাতে আমাদের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হয়, তার উপায় আমরা অবশ্যই ক'র্‌ব। এই যে, আমার মানসমোহিনী এতক্ষণে দেখা দিয়েছেন।

(কনকলতার প্রবেশ।)

প্রফুল্লকুমার। এস, এস, আজ তোমার আস্‌তে এত দেরি হ'ল কেন?

কনকলতা। (হাসিতে হাসিতে) এই একটু খানি দেরি হ'য়েছে, তাতেই ব'লছ কিনা এত দেরি হ'ল কেন।--বেশ!—মা আ'জ গঙ্গাস্নানে গেলেন, তাঁর সব উদ্যোগ ক'রে দিতে একটু দেরি হ'য়েছে। তুমি ব'সে ব'সে কি ভাব্‌ছ?

প্রফুল্লকুমার। (মৃদু হাসিয়া) একি! আ'জ যে তোমার বড় নতুন রকমের বেশবিন্যাস দে'খ্‌তে পাচ্ছি। তোমার ঐ কাঁচা সোনার রংএ, ফিরোজা রংএর শাড়ী, সোনার নেক্‌লেশে, বড়ই সুন্দর দেখা'চ্ছে। আবার তার সঙ্গে একটা নতুন ঢং ও আছে। কাপড়ের পা'ড়ে, নীল রেশ্‌মি সুতোয়, সুন্দর অক্ষরে, "প্রফুল্লকুমার * কনকলতা * প্রফুল্লকুমার * কনকলতা" বার বার লেখা র'য়েছে। এখন জিজ্ঞাসা করি,—তুমি কি ভেবে আ'জ সকাল বেলা এমন মনভুলানো বেশভূষা ক'রে আমার কাছে এসেছ বল দেখি? আর, এই সুন্দর কাপড় কে দিয়েছেন?

কনকলতা। দিদি আমাকে এই কাপড়খানি কা'ল পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি নিজে হাতে কাপড়ের পা'ড় তৈরি ক'রেছেন। তুমি বোধ হয় শুনেছ, তিনি শিল্পের কায খুব ভাল জানেন। নানা স্থানের শিল্পপ্রদর্শনী থেকে, তিন চা'রটে সোনার মেডেল্‌ পেয়েছেন। তাঁর একটা সোনার মেডেল আমার কাছে আছে। আ'জ বিকেলে তোমাকে দেখাব।

প্রফুল্লকুমার। আচ্ছা, আ'জ বিকেলে দেখ্‌ব। তিনি বুঝি মনে করেন, আমাদের দুজনের নাম একসঙ্গে না রাখ্‌লে, ভালবাসা হবে না। আর, আমাদের দুজনের মধ্যে কখনও ছাড়াছাড়ি হয়, এটাও বোধ হয় তাঁর ইচ্ছা নয়।

কনকলতা। তিনি কি ভেবে পাঠিয়েছেন, তা আমি কেমন ক'রে ব'ল্‌ব। তবে কা'ল এই কাপড়খানি পেয়েই আমার বড় ইচ্ছা হ'য়েছে, তোমায় একবার প'রে দেখাব। তুমি দেখে খুসী হ'লে, আমার সুখের সীমা থাকে না। আ'জ তাই এই কাপড়খানি প'রে এসেছি।

প্রফুল্লকুমার। (হাসিমুখে) তা বেশ্‌ ক'রেছ, এখন ব'সো। দুটো কথা কও।

কনকলতা। (একখানি সোফায় উপবেশন করিয়া) বলি হ্যাঁগা, এ কি কথা শুন্‌ছি? এসব কি সত্যি না কি? তোমরা নাকি পৈতে নিয়ে বামুন হবে?

প্রফুল্লকুমার। (বিস্ময়ের হাসি হাসিয়া) আমরা বামুন হব, একথা তোমাকে কে ব'লেছে কনক? আমি নিশ্চয় ক'রে তোমায় বল্‌ছি, একথা সত্য নয়। তবে আমাদের ইচ্ছা এই যে, আমরা হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে যাগযজ্ঞ ক'রে পৈতে নেব। আমাদের কায়স্থ জাতি সকলেই ক্ষত্রিয়-সন্তান, আমরা ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ ক'রব।

কনকলতা। এখন বুঝ্‌লেম। তোমরা বামুন হ'তে চাও না, কিন্তু ক্ষত্রিয় হ'তে চাও। পৈতে না নিলে ক্ষত্রিয় হওয়া যায় না, তাই পৈতে নেবে। কেমন, আমি যা বুঝেছি তা ঠিক কি না?

প্রফুল্লকুমার। হ্যাঁ, ঠিক তাই বটে।

কনকলতা। তবে আমায় বুঝিয়ে দেও দেখি, তোমরা ক্ষত্রিয় হ'য়ে এমন কি বড় হবে? কেন, কায়স্থ, কায়স্থই থাক না কেন? ক্ষত্রিয় হবার দরকারটা কি? ক্ষত্রিয় নাম নিলে কি তোমাদের গৌরব বৃদ্ধি হবে? (মৃদুহাস্যে) পশ্চিম দেশের যত ক্ষত্রিয়, দেখ্‌তে পাই তারা আমাদের বঙ্গদেশে এসে বরকন্দাজের কায করে। তোমরা কি এত লেখাপড়া শিখে, শেষে সব বরকন্দাজ হবে? আমার মামারা খুব বড়লোক তা তো জান; ছেলেবেলায় দেখেছি, ক্ষত্রিয় বরকন্দাজেরা তাঁদের বাড়ীর দেউড়িতে ব'সে গাঁজা টানে। হ্যাঁগা! তোমরা কি তাই হবে? (মৃদুহাস্যে) তা, তোমরা যাই হও না কেন,—তোমরা ক্ষত্রিয় হ'য়ে পৈতে নিলেই, আমরাও সব সেকালের ক্ষত্রিয় রাজকন্যাদের মত স্বয়ম্বরা হব। এখনকার মত, যাকে তাকে আর পতিত্বে বরণ ক'র্‌ব না। আমরা অপ্সরার মত বেশভূষা ক'রে, ফুলের মালা হাতে নিয়ে, স্বয়ম্বর সভায় গিয়ে দাঁড়াব। যাকে মনের মতন্‌ দেখ্‌ব, তারি গলায় মালা দেব। তা হ'লে কেমন হয়, বল দেখি?

প্রফুল্লকুমার। (সহাস্যে) তা হ'লে বেশ হয়। খুবই ভাল হয়। তোমরা স্বয়ম্বরা হ'লে, আমরাও সব সে কালের ক্ষত্রিয় রাজাদের মত সুন্দর সাজসজ্জা ক'রে, স্বয়ম্বর-সভায় গিয়ে ব'সব। বিয়ে ক'রতে পারি আর নাই পারি, দশটা সুন্দরী মেয়েকে দেখেও চোখ্ জুড়াব। এখন পরিহাস রাখ, কনক, পরিহাস রাখ। আমি তোমাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছি, আমাদের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করবার কেন বিশেষ প্রয়োজন হ'য়েছে।

কনকলতা। আচ্ছা, সে সব কথা পরে শুন্‌ছি। আগে তোমার দুটী একটী গান শুন্‌তে চাই। সে দিন ক'ল-কেতা থেকে নতুন জাপানি অরগেন (organ) কিনে এনেছ, তারি সঙ্গে সুর মিলিয়ে একটা গান কর। আমি অনেক দিন তোমার গান শুনি নি।

প্রফুল্লকুমার। আমার গ্রামোফোনে ভাল ভাল গান আছে, তাই শোন। গ্রামোফোনের গানের কাছে কি আর আমার গান?

কনকলতা। তোমার গ্রামোফোনের গান আমি শুন্‌তে চাইনে। তোমার রেকর্ড্ সবই খারাপ হ'য়ে গেছে। রেকর্ড্ পুরোণো হ'য়ে গেলে গ্রামোফোনের গান আর ভাল লাগে না। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তুমি আমার কাছে গিয়ে গ্রামোফোনের গান শুন্‌তে পার। আমার রেকর্ড্ খুবই ভাল; আর তাতে ভাল ভাল গান আছে। আমি সে দিন ক'লকেতা থেকে, ভাল ভাল নতুন রেকর্ড্ আনিয়েছি।

প্রফুল্লকুমার। (মৃদুহাস্যে) আমার রেকর্ড্ সবে দুমাস হ'ল কেনা হ'য়েছে, এরই মধ্যে সে সব প'চে গেল। আর তোমার রেকর্ড্ই ভাল হ'ল। তা এম্‌নি হ'য়ে থাকে বটে। আচ্ছা আ'জ বিকেলে তোমার রেকর্ড্ শোনা যাবে। এখন তুমি গান শুন্‌তে চেয়েছ, একটা গান গাই।

(জাপানি অরগেনের নিকট উপবেশন করিয়া তাহার সঙ্গে গান)

রাগ মালকোষ.........তাল ধামার।

নমো নারায়ণ,নিখিল ভবতারণ,পাতকী-ভয়বারণ,প্রভো পরমেশ্বর।
নমো শ্যামসুন্দর, মুরতি মনোহর, ফুল্ল ইন্দীবর, মোহন মুরলীধর।
(কিবা) নবজলধর, নিন্দিত কলেবর,
শিরে শোভে শিখীপুচ্ছ মনোহর;
(কিবা) চন্দন-চর্চ্চিত, বনফুল-ভূষিত,
ত্রিভঙ্গ সুঠাম বঙ্কিম মুরহর।
(কিবা) অলকা তিলকা, ভালে সুশোভিত,
অধরে মোহন বাঁশরী;
(কিবা) কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে মুকুতাহার,
পীতবসন বনবিহারী।
(কিবা) কনকবল্লরী, জড়িত তমালতরু,
পদনখরে কোটি চন্দ্র সুশোভন;
(কিবা) শত শতদল, জিনি চরণতল,
ভকত মানসভৃঙ্গ সদা আকিঞ্চন।

কনকলতা। বেশ মিষ্টি গান! এখন যা ব'লছিলে, বল।

প্রফুল্লকুমার। আমাদের হিন্দুসমাজ চারি বর্ণে বিভক্ত, যথা— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এর মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি দ্বিজ। এঁদের সকলেরই উপনয়নগ্রহণের অধিকার আছে; শূদ্রের এ অধিকার নাই। এতকাল আমাদের কায়স্থজাতি সকলেই ক্ষত্রিয়বর্ণ জেনেও শূদ্রাচারী হ'য়েছিলেন। বিবাহের সময় পুরোহিত শূদ্র-মন্ত্র উচ্চারণ ক'রেছেন, একমাস অশৌচের পর শ্রাদ্ধ হ'য়েছে, পুরুষেরা আপন আপন নামের শেষে শূদ্রের মত "দাস" শব্দ ব্যবহার ক'রেছেন, মহিলাগণ "দাসী" শব্দ ব্যবহার ক'রে শূদ্রাচারের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। আমরা ক্ষত্রিয় বর্ণ, এটা বহু পূর্ব্ব হ'তেই জানা আছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমরা সকলেই ভয়ানক ঔদাসীন্য অবলম্বন ক'রেছিলেম, কেউ সাহস ক'রে ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ করিনি। বিগত ১৯০১ সালের লোকগণনায় আমাদের এই ভারতবর্ষের রাজা কায়স্থ জাতিকে শূদ্র ব'ল্লেন। তখন আমাদের অভিমানে বিষম আঘাত প'ড়ল। তখন কলিকাতা সহরের কয়েকজন কায়স্থ বড়লোক আমাদের জাতির মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য, প্রাণপণে চেষ্টা ক'র্লেন। তাঁদের উৎসাহে কলিকাতায় কায়স্থ-সভা স্থাপিত হ'ল। হিন্দুশাস্ত্র হ'তে ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে, তাঁরা কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব জগতে ঘোষণা ক'র্-

লেন, ও চারিশ্রেণীর কায়স্থকেই ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ ক’রবার জন্য অনুরোধ জানালেন। তদবধি অনেক কায়স্থই উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ ক’রে, স্বজাতির কলঙ্ক মোচন ক’রেছেন। যখন আমরা সমগ্র হিন্দুসমাজের নিকট ক্ষত্রিয় ব’লে ঘোষণা ক’রেছি,তখন ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ ক’রে উপবীত ধারণ না ক’র্‌লে আর আমাদের মানসম্ভ্রম বজায় থাক্‌বে না। পূর্ব্বপক্ষ ব’লবেন,—“দেখুন, এঁরা এত সভা সমিতি ক’রলেন, এত বক্তৃতা ক’রলেন, জগতের নিকট “ক্ষত্রিয়” “ক্ষত্রিয়” ব’লে এত আস্ফালন ক’রলেন, কিন্তু কেউ সাহস ক’রে উপবীত গ্রহণ ক’রতে পা’রলেন না। যদি এঁরা বাস্তবিক ক্ষত্রিয়ই হবেন, তবে উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ ক’র্‌তে এত ভীত হন্‌ কেন?” এ কথা ব’ল্লে তখন আমরা কি উত্তর দেব? তখন কি আমাদের মুখ হেঁট হবে না? আরও দেখ্‌, ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, পঞ্চনদ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি দেশেও কায়স্থজাতি বাস করেন; তাঁরা সকলেই উপবীতী, সকলেই চিত্রগুপ্ত দেবের সন্তান ব’লে পরিচয় দেন। কেবল আমাদের এই বঙ্গদেশের কায়স্থগণই উপবীতহীন। এ কি কম ঘৃণা, কম লজ্জা, কম অপমানের কথা! আমরা উপনয়ন গ্রহণ না কর্‌লে, তাঁরা যে ব’লবেন, “বঙ্গদেশের কায়স্থগণ প্রকৃত কায়স্থই নয়; এঁরা নিশ্চয়ই কোনও নিকৃষ্ট শূদ্রজাতি, কেবল কায়স্থ ব’লে পরিচয় দেন।

এঁরা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের কায়স্থজাতির নাম কলঙ্কিত ক'রলেন।" বল দেখি, কনক, এ অপমানের কথা কি আমাদের প্রাণে সয়? আর এ সম্বন্ধে একটী সত্য ঘটনা তোমায় বলি, শোন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা সহরের কোনও সম্ভ্রান্ত কায়স্থ উকিল পশ্চিমদেশে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি পশ্চিমদেশের নানা স্থান পরিভ্রমণ ক'রে, অবশেষে পঞ্চনদ প্রদেশের অমৃতসহরে এসে উপনীত হ'লেন। সেখানে পঞ্চনদ-বাসী একজন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হ'ল। তিনি বাঙ্গালী কায়স্থ দেখে বড় খুসি হ'লেন, ও স্বজাতি ব'লে যত্ন ক'রে নিজের বাড়ীতে তাঁকে নিয়ে গেলেন। ঢাকার কায়স্থ ভদ্রলোকটীও আহ্লাদিত হ'য়ে তাঁর বাড়ীতে আতিথ্যগ্রহণ ক'রলেন। সন্ধ্যার সময় তিনি অতিথি হ'ন; তখন তাঁর গায়ে জামা ছিল ব'লে, গলায় পৈতে আছে কি না সেটা কেউ জান্‌তে পারেনি। পরদিন প্রাতঃকালে হঠাৎ তিনি গায়ের জামা খুলে মুখহাত ধুতে ব'সেছেন, এমন সময় গৃহস্বামীর একটী ছোট ছেলে লক্ষ্য করিল যে, কায়স্থ অতিথির গলায় পৈতে নাই ও মাথায় শিখা নাই। তখনই সে দৌড়ে গিয়ে চুপ্‌ ক'রে তার বাবার কাছে ব'ল্লে, "বাবা! একটা আশ্চর্য্য কথা শোন; বঙ্গ দেশ থেকে যে অতিথি এসে কায়স্থ ব'লে পরিচয় দিয়েছেন,

তিনি বাস্তবিক কায়স্থ নন। আমি এখনই দেখে এলেম, তাঁর গলায় পৈতে নাই, মাথায় শিখা নাই। এমন লোককে কি ক'রে কায়স্থ বলা যায়?" এই কথা শুনে, গৃহস্বামী বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে অতিথিকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—"হ্যাঁ মশায়, আপনি কায়স্থ ব'লে পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু আপনার পৈতে নাই কেন?" এই প্রশ্নে অতিথি বড়ই লজ্জিত হ'লেন। লজ্জায় অধোবদন হ'য়ে উত্তর ক'রলেন,—"বঙ্গদেশের কায়স্থ জাতির পৈতে নাই। সেখানকার হিন্দুসমাজে তাঁরা দ্বিজ নন।" এই কথা শুনে গৃহস্বামী বড়ই বিস্ময়াপন্ন হ'লেন। অতিথি যখন প্রথম তাঁহার গৃহে পদার্পণ করেন, তখন স্বজাতি মনে ক'রে তাঁকে যেমন সম্মান ও প্রীতির ভাব দেখিয়েছিলেন, সে ভাব আর রইল না। সাধারণ অতিথির মত আহারাদি করিয়ে, অতিথিকে বিদায় দিলেন। অতিথি লজ্জিত ও অপমানিত হ'য়ে স্বদেশে ফিরে এলেন, ও উপবীত অভাবে তাঁর লাঞ্ছনার বিবরণ একটী প্রকাশ্য কায়স্থসভায় স্বজাতিগণের কাছে জানালেন। তাঁর মুখে শুনে আমি তোমায় বল্‌ছি; সুতরাং এই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে মনে কোনও সন্দেহ এনো না। পশ্চিম প্রদেশে উপবীতহীন বাঙ্গালী কায়স্থের এইরূপ লাঞ্ছনা ও অপমানের কথা আরও অনেক শোনা গিয়েছে। এখন বল দেখি কনক, এই সব দেখে শুনে

কি আর শূদ্রাচারী হ'য়ে থাকা যায়? তা হ'লে আমাদের মানসম্ভ্রম থাকে কোথায়? আরও দেখ, যার যা ন্যায্য দাবি দাওয়া আছে, সে কি কখনও তা ছাড়ে? তা ছাড়্‌লে লোকে যে তাকে নির্ব্বোধ বলে। এই ধর না কেন, আমার কাছে তোমার কতকগুলি ন্যায্য দাবি আছে,—যেমন ভাল গহনা পাওয়ার দাবি, ভাল কাপড় পাওয়ার দাবি, বছরে তিন চা'র বার ক'রে বাপের বাড়ী যাওয়ার দাবি,—এ সব ন্যায্য দাবি তুমি কি কখনও ছেড়ে দাও? সেই রকম, হিন্দুসমাজের কাছে আমাদের কায়স্থজাতির একটা ন্যায্য দাবি আছে; সেটা আমাদের ক্ষত্রিয়ত্ব। সেই ন্যায্য দাবি আমরা ছা'ড়ব কেন? এই ন্যায্য দাবি এখন যদি আমরা ছেড়ে দি, তা হ'লে আমাদের সন্তানসন্ততিগণ চিরদিনের জন্য শূদ্র হ'য়ে থাক্‌বে, তারা আর উঠ্‌তে পারবে না। সেই জন্যই বল্‌ছি, কনক, আমাদের উপনয়ন গ্রহণ কর্‌বার এখন বিশেষ প্রয়োজন হ'য়েছে।

কনকলতা। ভাল, এসব যেন বুঝলেম। কিন্তু চিত্রগুপ্ত কে? কৃষ্ণপক্ষ না কি একটা কথা ব'ল্লে, তার মানে কি? (মৃদুহাস্যে) আমাকেই কি তুমি কৃষ্ণপক্ষ ব'ল্‌ছ নাকি?

প্রফুল্লকুমার। (মৃদুহাস্যে) আমি কৃষ্ণপক্ষ বলিনি, পূর্ব্বপক্ষ ব'লেছি। আর, তোমাকে আমি কৃষ্ণপক্ষ ব'লতে যাব

কেন ? তুমি যে আমার শুক্লপক্ষের ভরা চাঁদ ! সে চাঁদ যে এই দিনের বেলায় আমার পড়্‌বার ঘরে এসে উদয় হ'য়েছে, সে আমার কম সৌভাগ্যের কথা নয়। আকাশের চাঁদকে তো আর হাত বাড়িয়ে ধরা যায় না, তা না হ'লে ধ'রতেম।

কনকলতা। (অধোমুখে) তোমার চাঁদ তো ধরা দিতেই এসেছে। তুমি দয়া ক'রে ধ'র্‌লেই সে ধরা দেয়। আর না, চুপ্‌ কর, এসব প্রণয়ের কথায় এখন আর কায নাই। হয়তো বাইরে থেকে কেউ শুন্‌তে পাবে। যা বল্‌-ছিলে, তাই বল।

(প্রমীলাসুন্দরীর প্রবেশ)

প্রমীলা। বৌদিদি, মা আজ গঙ্গাস্নানে গেছেন্‌, আর তুমি সেই ফাঁকে এই সকালবেলা দাদার পড়বার ঘড়ে এসে, তাঁর সঙ্গে গল্প যুড়ে দিয়েছ ! দাঁড়াও, মা এলেই এ সব কথা আমি তাঁকে ব'লে দিচ্ছি।

কনকলতা। ঠাকুরঝি,—লক্ষ্মী দিদিটী আমার,—তোমায় মিনতি ক'রে বল্‌ছি, মাএর কাছে এসব কথা কিছু ব'লো না। যদি বল, আমি লজ্জায় তাঁর কাছে মুখ দেখাতে পা'রব না।

প্রমীলা। আচ্ছা, যদি না বলি, তবে তুমি আমাকে কি দিবে, তাই আগে বল।

কনকলতা। আমি দিব্যি ক'রে বল্‌ছি, যদি তুমি এ কথা মায়ের কাছে ব'লে না দাও, তবে আমি ক'লকেতা থেকে একটী সুন্দর প্যাথিফোন্ আনিয়ে, তোমাকে দেব। তার গান বড় মিষ্টি। গ্রামোফোনের গানের চেয়েও ঢের ভাল। তুমি গান ভালবাস, প্যাথিফোন্ পেলে নিশ্চয়ই খুশি হবে।

প্রমীলা। আচ্ছা, তা যদি দাও, তবে আমি মায়ের কাছে কিছুই ব'ল্‌ব না। কিন্তু তুমি যে কথা দিলে, সে কথা রা'খ্‌বে তো?

কনকলতা। অবশ্যই রা'খ্‌ব। তিন দিনের মধ্যেই তুমি সুন্দর প্যাথিফোন্ পাবে। (প্রফুল্লকুমারের দিকে চাহিয়া) একটা দুর্ভাবনা দূরে গেল। এখন তোমার ছোট বোন্ আমার গ্রামোফোনের সঙ্গে গান ক'রে ক'রে, কি সুন্দর গান শিখেছে, একবার তাই শোন। তার বিদ্যের পরিচয় নাও। বোধ হয়, ক'লকেতার থিয়েটারের বাবুরা তোমার বোন্‌কে চুরি ক'রে নিয়ে যাবে। এখন শীগ্‌গির ক'রে বিয়ে টিয়ে দিলে, যদি তাকে ঘরে রা'খ্‌তে পার। গাও তো ঠাকুরঝি,—তোমার সেই গানটী তোমার দাদাকে একবাব শোনাও তো। সেই গান—সেই যে মানস সরোবরে সুখের কমল ভেসে উঠেছে,—সেই গান। বুঝেছ তো?

প্রমীলা। বুঝেছি। আচ্ছা, গাই।

গান।

পিলু মিশ্র—আড়্ খেমটা।

(দেখ) মানস সরসে ভাসে, অমল কমল।
সুবাসে ভরিল প্রাণ, সুখ আশা পূরিল।
সোহাগ সমীর ভরে, হেলিছে দুলিছে ধীরে,
অধরে সুধার হাসি, বিকাশি মন মোহিল।
আজি প্রাত সমীরণে, সুখদ প্রীতি মিলনে,
কনক নলিনী হেরি, পুলকে প্রেমে ভাসিল।

কনকলতা। তোমার বোনের মিষ্টি গান শুন্‌লে তো? এখন চিত্রগুপ্ত দেবের কথা কি বল্‌ছিলে, তাই বল।

প্রফুল্লকুমার। সত্যি সত্যি, খুকী বেশ্ গান ক'রতে শিখেছে। আমার বোধ হয়, গ্রামোফোনের সঙ্গে সঙ্গে গান ক'রলে, ভদ্রঘরের মেয়েরা সকলেই সুন্দর গান শিখ্‌তে পারেন। তা যাক্,—এখন চিত্রগুপ্ত দেবের কথা বলি। চিত্রগুপ্ত দেব আমাদের কায়স্থ জাতির আদিপুরুষ। তিনি যমরাজার যমজ ভাই। পুণ্যধাম প্রয়াগ নগরে চিত্রগুপ্ত দেবের একটী মন্দির আছে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন পশ্চিম দেশের কায়স্থগণ মহাসমারোহে, সেই মন্দিরে, চিত্রগুপ্ত দেবের পূজা করেন।

কনকলতা। আ'জ তোমার কাছে একটা নতুন কথা শুন্‌লেম। চিত্রগুপ্ত যমরাজার যমজ ভাই, তা আমি আগে জা'নতেম

না। আমি জা'ন্‌তেম যে, চিত্রগুপ্ত যমরাজার খাতা-লেখা মুহুরি। ছেলেবেলায় যাত্রাগান শুন্‌তে ব'সে দেখেছি, যমরাজার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্রগুপ্ত মৃত্যুর হিসেব-খাতা নিয়ে আসে। পূর্ব্ব-পক্ষ কে, এখন তাই তুমি আমাকে বল।

প্রফুল্লকুমার। তুমি জিজ্ঞাসা ক'রেছ, পূর্ব্বপক্ষ কে? তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে, আমি বড়ই কষ্ট বোধ কচ্ছি। এই বঙ্গদেশের আধিকাংশ ব্রাহ্মণই আমাদের পূর্ব্বপক্ষ,—অর্থাৎ পৈতের বিরোধী। তাঁরা আমাদের ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন যে, কায়স্থ-জাতি শূদ্র। চিরকালই কায়স্থকে তাঁরা শূদ্র ক'রে রাখ্‌তে চান।

কনকলতা। ব্রাহ্মণেরা যে তোমাদের পৈতের বিরোধী হ'য়েছেন, তার কারণ কি? তোমরা পৈতে নিলে, তাঁদের ক্ষতি কি? তাঁরা তো যে ব্রাহ্মণ, সেই ব্রাহ্মণই থাক্‌বেন। তোমরা তো আর পৈতে নিয়ে বামুন হ'তে চা'চ্ছ না।

প্রফুল্লকুমার। ব্রাহ্মণেরা মনে করেন যে, তাঁরাই হিন্দুসমাজের রাজা, আর পৈতে সেই রাজচিহ্ন। রাজার চিহ্ন অন্য জাতিতে ধারণ করে, এটা তাঁ'দের অসহ্য। সেই জন্যই কায়স্থের গলায় পৈতে দেখ্‌লে, তাঁরা বড়ই অসন্তুষ্ট হ'ন।

কনকলতা। ব্রাহ্মণদের কিছু কিছু দোষ থাক্‌তে পারে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কেউ তোমাদের 'শূদ্র' ব'ল্লে, তোমরা রাগ কর কেন? তোমরা ধার্ম্মিক ও হরিভক্তিপরায়ণ হও না কেন, তা হ'লে তো তোমরা ব্রাহ্মণের চেয়েও বড়! ছেলেবেলায় বাবার মুখে শুনেছি, চণ্ডালও যদি হরিভক্তিপরায়ণ হয়, তা হ'লে সে ব্রাহ্মণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

প্রফুল্লকুমার। তুমি যা শুনেছ, তা সত্য। হরিভক্তিপরায়ণ হ'লে, ব্রাহ্মণের চেয়েও বড় হওয়া যায়, তা আমিও স্বীকার করি। পৈতে নিয়ে, ধার্ম্মিক ও হরিভক্তিপরায়ণ আমাদের অবশ্যই হ'তে হবে। আমরা যদি ধার্ম্মিক ও হরিভক্তিপরায়ণ না হই, সুধু একটা পৈতে গলায় দি, তা হ'লে আমাদের ক্ষত্রিয় হওয়া বিড়ম্বনা হবে। কিন্তু, তুমি কেবল ধর্ম্মের দিক্‌টাই দেখ্‌ছ, সামাজিক ভাবে বিষয়টা দেখ্‌ছ না। সমাজে আমাদের মান সম্ভ্রম রাখ্‌তে হ'লে, পৈতে নিতেই হবে; তা না হ'লে আমাদের মান সম্ভ্রম থাক্‌বে না। শূদ্র হ'লে যে সকল লাঞ্ছনা ভোগ ক'রতে হয়, সে সকলি আমাদের ভোগ ক'রতে হবে। আর, তুমি জিজ্ঞাসা ক'রেছ, শূদ্র ব'ল্লে আমরা রাগ করি কেন। দেখ, যে যা নয়, তাকে তা ব'ল্লে, তার মনে বড় দুঃখ হয়। আমরা শূদ্র নই,—আমাদের শূদ্র ব'ল্লে, আমরা রাগ না ক'রব কেন? তুমি তো

পরমা সুন্দরী; কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, তোমাকে যদি কোনও স্ত্রীলোক কুৎসিত বলে, তা হ'লে তুমি কি রাগ কর না?

কনকলতা। (অধোমুখে) আমি তো আর তেমন সুন্দরী নই, যে কুৎসিত ব'ল্লে রাগ ক'রতে যাব! তা আমি সুন্দরীই হই, আর কুৎসিতই হই, তোমার ভালবাসা পেলেই আমি সুখী। তুমি যে আমাকে সুন্দরী মনে কর, সেই আমার বহু ভাগ্য। তা যা'ক্, এখন বুঝ্‌লেম যে, তোমরা যদি বাস্তবিক ক্ষত্রিয় হও, তবে শূদ্র ব'ল্লে গালাগালি হয় বটে। সেদিন আদিশূর রাজার কথা তুমি আমাকে কি ব'ল্‌ছিলে, এখন তাই বল।

প্রফুল্লকুমার। প্রায় বার শত বছর পূর্ব্বে, আমাদের এই বঙ্গদেশে জয়ন্ত আদিশূর নামে একজন মহাবলপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। গৌড় নগরে তাঁর রাজধানী ছিল। উত্তর বঙ্গের মালদহ জেলায় এই গৌড় নগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আদিশূর রাজার পুত্র সন্তান হয় নি ব'লে, তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ ক'রেছিলেন। কিন্তু, তখন বঙ্গদেশে ভাল সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিল না জন্য, তিনি কান্যকুব্জ দেশ থেকে পাঁচ জন ভাল সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন। তাঁদের নাম, শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, ও ছান্দড়। এই পাঁচ জন ব্রাহ্মণ, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষ। আর, এই পাঁচ জন ব্রাহ্মণের

সঙ্গে, পাঁচ জন কায়স্থ, রক্ষক হ'য়ে এসেছিলেন। তাঁদের নাম মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, কলিদাস মিত্র, পুরুষোত্তম দত্ত, ও বিরাট গুহ। আমাদের দেশের কুলীন কায়স্থগণ প্রায় সকলেই এই পাঁচ জন কায়স্থের সন্তান। আদিশূর রাজার সভায় এসে, পুরুষোত্তম দত্ত রাজাকে সম্বোধন ক'রে ব'লেছিলেন—"হে রাজন্! এই পাঁচ জন বিপ্রের রক্ষার জন্যই, আমরা আপনার রাজসভায় আগমন ক'রেছি।"

কনকলতা। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—তোমরা পৈতে নিলে, তোমাদের দেখাদেখি কতক নিম্নজাতিও যে বৈশ্যত্বের দাবি ক'রে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে পৈতে নেবে, তার কি উপায় হবে বল দেখি? তখন তোমাদের পৈতের মান্ থাক্‌বে কোথায়? পৈতে নিলে যে তাদের বড় আস্পর্দ্ধা দেওয়া হবে!

প্রফুল্লকুমার। নিম্নজাতিরা যদি জোর ক'রে পৈতে নেয়, তার আর উপায় কি? আ'জকাল অনেক বারাঙ্গনা যে সীমন্তে সিঁদুর দেয়, তাই ব'লে কি তোমরা গৃহস্থকুল-লক্ষ্মীগণ সিঁদুরের কৌটা দূরে ফেলে দেবে? চণ্ডালেও রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দেয় ব'লে, কি পশুপতি রুদ্রাক্ষের মালা ত্যাগ ক'রবেন? আর, আমাদের নিম্নজাতিরা যদি শাস্ত্রীয় প্রমাণে বৈশ্য হ'তে পারে, হউক। তাতে আমাদের কোনও বিদ্বেষ নাই। ক্ষত্রিয় ও

বৈশ্য এই দুই বর্ণই বঙ্গদেশে থাকে,—তাই আমরা চাই।

কনকলতা। ব্রাহ্মণ ছাড়া সকল জাতিই যদি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হ'য়ে গেল, তবে শূদ্র থাক্‌বে কে? শূদ্রবর্ণ তোমরা কি আর বঙ্গদেশে র'াখ্‌বে না?

প্রফুল্লকুমার। তোমার সঙ্গে আর পা'রবার যো নাই। তুমি মেয়েছেলে হ'য়ে যে রকম তর্ক বিতর্ক ক'রছ, তা বড়ই কৌতুকাবহ। তবু আমি তোমার প্রশ্নের সদুত্তর দেব। আমাদের দেশে কতকগুলি অতি নিকৃষ্ট জাতি আছে, তারাই শূদ্র। হিন্দুশাস্ত্রে তাদের দ্বিজত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নাই। তারাও যদি পৈতে নেয়, তবে সে কেবল গায়ের জোরে নেয়া হবে। কিন্তু গায়ের জোরে পৈতে নিলে, হিন্দু-সমাজ কখনই তাদের দ্বিজ ব'লে গ্রহণ ক'রবে না।

কনকলতা। তোমার কথায় সন্তুষ্ট হ'লেম। তুমি হিন্দুশাস্ত্র মত যাগযজ্ঞ ক'রে পৈতে নাও,—তাতে আমার কোনও অমত নেই। তবে, মায়ের অমতে তুমি কিছুতেই পৈতে নিতে পা'রবে না। তাঁকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, যদি ভালভাবে তাঁর মত নিতে পার, তবেই ক্ষত্রিয় হ'তে পার। তা নইলে নয়। আর, তোমার চরণে আমার এই মিনতি, "ক্ষত্রিয়" হ'য়ে অর্জ্জুনের মত যেখানে সেখানে, কতকগুলো বিয়ে

ক'রে ফেল না। তা যদি কর, তবে আমার মাথা খাওয়া হবে। জান তো,—অর্জ্জুন যেখানে গিয়েছেন, সেখানেই দুটী একটী বিয়ে ক'রেছেন। আর না, —বেলা হ'য়েছে, বোধ হয় ঠাকুরপো এখন এই দিকেই আস্‌বেন। গঙ্গাস্নান ক'রে মায়েরও ফেরবার সময় হ'ল। আমরা এখন চ'ল্লেম। এস ঠাকুরঝি, আমরা যাই।

(কনকলতা ও প্রমীলাসুন্দরীর প্রস্থান)

(সাহেবি পোষাকে মোহিতকুমারের প্রবেশ।)

মোহিতকুমার। দাদা, তুমি নাওয়া খাওয়া ভু'লে, এত বেলা পর্য্যন্ত ব'সে ব'সে কি ভাব্‌ছ? **Musing over that petty thread, I believe. I am sure it will make you mad. It is really a wonder that an educated man like you should have nothing else to think upon in this twentieth century.** (বোধ হয়, সেই তুচ্ছ পৈতের কথাই চিন্তা ক'চ্ছ। আমার নিশ্চয় বোধ হ'চ্ছে, পৈতের চিন্তায় তুমি পাগল হবে। এই বিংশ শতাব্দীতে তোমার মত একজন শিক্ষিত লোকের পৈতে ভিন্ন যে আর কিছুই চিন্তার বিষয় নাই, এটা বড়ই আশ্চর্য্য।)

(একখানি চেয়ারে উপবেশন)

প্রফুল্লকুমার। মোহিত, তুমি যথার্থ অনুমান ক'রেছ। আমি পৈতের কথাই ভাব্‌ছিলেম। সে শুভ দিন কবে আস্‌বে, যে দিন আমাদের বঙ্গদেশের চারি শ্রেণীর কায়স্থ সকলকেই উপবীতী দেখ্‌তে পাব। আমি সর্ব্বদাই সেই শুভ-দিনের প্রতীক্ষা ক'চ্ছি। তুমি ব'লেছ, এই বিংশশতাব্দীতে পৈতের কথা ভাবা উচিত নয়। কেন?—এই বিংশ-শতাব্দী এসেছে ব'লে কি হিন্দুসন্তান সকলকেই পূজো আশ্চা, যাগ যজ্ঞ, ধর্ম্ম কর্ম্ম, ব্রত উপবাস, সবই ছাড়তে হবে? বিংশ শতাব্দীতে অবশ্য আমরা শিক্ষা ও সভ্যতায় সমধিক উন্নত হবার চেষ্টা ক'রব, কিন্তু তাই ব'লে কি নিজের ধর্ম্মও বিসর্জ্জন দিতে হবে? আর, পৈতে না নিলে, বঙ্গদেশের কায়স্থজাতির মানসম্ভ্রম যে নষ্ট হয়, তা কি তুমি বোঝ না? যে জাতি বাস্তবিক শূদ্র নন্ সে জাতি যদি স্থধু পৈতের অভাবে, দেশের রাজার কাছে শূদ্র বলে অবধারিত হন্, সে কি অপমানের কথা নয়? এই সকল ভেবে চিন্তে বিংশ শতাব্দীর কথাটা তুল্‌লেই ভাল হয়।

মোহিতকুমার। দাদা, তুমি যাই বল না কেন—পৈতে জিনিষটা, আমার কাছে যেন বড়ই তুচ্ছ ব'লে বোধ হয়। তোমরা কোথায় জাতিভেদ তুলে দেবে, কায়স্থ মেয়েদের বেথুন কলেজে পাঠাবার বন্দোবস্ত ক'রবে, কায়স্থ বিধবাদের বিয়ে দিয়ে তাদের দুঃখ দূর ক'রবে, তা না ক'রে, তোমরা

দেশশুদ্ধ সব শিক্ষিত লোক এই বিংশ শতাব্দীতে কি না "পৈতে" "পৈতে" ব'লে ক্ষেপে উঠ্‌লে! তোমাদের কায়স্থ সভার resolution (প্রস্তাব) গুলো কি সুসভ্য ইংরেজের হাতে পড়ে না মনে কর? তাঁরা দেখে কি ভাবেন বল দেখি? তাঁরা কি মনে করেন না,—"আমাদের সংশ্রবে প্রায় দুশো বছর থেকেও, শিক্ষিত বাঙ্গালীদের এ সব কুসংস্কার এখনও গেল না। এতকাল পরে, দেশের এতগুলো শিক্ষিত লোক, কি না সামান্য পৈতের জন্য লালায়িত হ'য়েছে।" আর, এই তুচ্ছ পৈতের জন্য সমাজে কতই না অনর্থ ঘট্‌লো বল দেখি! ব্রাহ্মণেরাও তো আমাদেরই ভাই। তাঁরাও তো আমাদেরই বাঙ্গালী জা'ত। তাঁদের সঙ্গে কি বিবাদ করা ভাল? এই তুচ্ছ পৈতের জন্য তোমরা যে ঘরাও বিবাদের সূত্রপাত ক'রলে, সেটাও কি একবার ভেবে দেখ না? তোমরা সকলে কত Century (শতাব্দী) কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রিত থেকে, শেষে কি না সেন্‌সসে জেগে উঠ্‌লে! আবার এই সব ছাই ভস্ম, বৌদিদিকেও বোঝাতে চেষ্টা ক'রছিলে! সে সরলা স্ত্রীজাতি,—তাকে বোঝানো খুব সহজ। আমাকে একবার বোঝাতে পার, তা হ'লে দেখা যায়। তোমরা একটা বৃথা হুজুগ্‌ তুলে দিয়ে, কেবল দেশের লোকগুলোকে খারাপ ক'রছ। তোমাদের এ সব পরিশ্রম অন্যদিকে ব্যয়িত হ'লে, দেশের অনেক উপকার হ'ত।

তাই বল্‌ছি, আমার কথা শোন,—এসব হুজুগ্‌ ছাড়। বৃথা হুজুগ্‌ না ক'রে, দেশের যথার্থ মঙ্গল যাতে হয়, তারি চেষ্টা দেখ। Pray, let not the Brahmins say that the Kayasthas—the Rip Van Winkles of Bengal—have at last awaked from their sleep of sentimental Sudradom at a single stroke of Sir Herbert Risley's pen. (দে'খো, ব্রাহ্মণেরা যেন না বলেন যে, বঙ্গদেশের কুম্ভকর্ণেরা দীর্ঘকাল কাল্পনিক শূদ্রত্বের গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত থেকে, অবশেষে রিজ্‌লি সাহেবের কলমের এক খোঁচায় জেগে উঠেছে।)

প্রফুল্লকুমার। মোহিত, তুমি বিধবাদের বিয়ে দিতে ব'লে প্রকারান্তরে আমাদের হিন্দুধর্ম্মই ত্যাগ ক'রতে ব'ল্‌ছ। সুতরাং, তোমাকে পৈতে বোঝানো, স্বয়ং বৃহস্পতির অসাধ্য, আমি তো কোন্‌ ছার! সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম,—তা আমরা কখনও ত্যাগ ক'রব না। আর সেই হিন্দুধর্ম্মে থেকে, পৈতে নেওয়া যদি শাস্ত্রসম্মত হয়, তা আমরা অবশ্যই নেব। ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ চিরকালই আছে, চিরকালই থাক্‌বে। সেই হিন্দুসমাজে কায়স্থজাতি শূদ্র না হ'য়েও শূদ্র হ'য়ে থাকে, সেই কি বড় ভাল? আর তুমি বিলেত যাবে যাও না, তাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। কিন্তু পৈতে নিয়েও

তো বিলেত যাওয়া যায়। The Parsis of Bombay do not throw off their sacred thread when they go to England. (বোম্বাই সহরের পার্শিরা বিলেত যাবার সময় পৈতে ফেলে দেন না।)

মোহিতকুমার।—I do not like to follow the Parsis in everything that they do. I only commend their education and love of enterprise. (পার্শিদের সকল কাজেই, আমি তাদের অনুসরণ ক'রতে চাইনে। আমি কেবল তাদের সুশিক্ষা ও সৎসাহসের প্রশংসা করি)। দেখ দাদা, বামুনদের কাছেই তাদের পৈতে এখন একটা গলগ্রহ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আবার সেই গলগ্রহ কি আমাদেরও নেয়া উচিত। আর এই পৈতে নিলে যে তাদের খুব বাড়ানো হয়, তা কি বোঝ না ? পৈতে নিলেও, তাদের নীচেই থাক্‌বে। যাতে তাদের ওপরে উঠ্‌তে পার, সেই চেষ্টা কেন কর না ? In this twentieth century, it should always be our ambition to rise above the sacred thread. (এই বিংশ শতাব্দীতে পৈতের ওপরে ওঠাই আমাদের উচ্চ অভিলাষ হওয়া উচিত।)

প্রফুল্লকুমার।—What do you mean by rising above the sacred thread? (পৈতের ওপরে ওঠা—এ কথার মানে কি ?) তুমি আমাদের কি ক'র্‌তে বল ?

মোহিতকুমার।—Why not shake off the despotic Brahminism and the detestable caste-prejudice, which have struck at the root of the progress of our country ? Why not adopt pure monotheism like most of your advanced countrymen ? Your movement I must condemn as retrogade and reactionary, because it tends to place the pernicious caste-system on a rigid basis. (দুর্দ্ধর্ষ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও ঘৃণিত জাতিভেদপ্রথা কেন ত্যাগ কর না ? এই দুইই আমাদের দেশের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত ক'রেছে। দেশের অধিকাংশ বড়লোকদের মত তোমরা একেশ্বরবাদী হওনা কেন ? তোমাদের এ আন্দোলন আমি বিপরীতগামী ও উন্নতিপ্রতিরোধক ব'লে নিন্দা করি, কেননা এ আন্দোলন দ্বারা ঘৃণিত জাতিভেদপ্রথা বোধ হয় সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হ'ল।) দাদা, তোমাকে বার বার ব'লছি, এ আন্দোলন ক'রে আর দেশের মাথা খেও না। তোমরা এ আন্দোলনে কখনই সফল হবে না। লাভে হ'তে এই হবে,—উপবীতী ও অনুপবীতী দুরকম কায়স্থ হ'য়ে, চারি শ্রেণীর কায়স্থ আট শ্রেণীতে বিভক্ত হবে। চারি শ্রেণীর মিলন হওয়া দূরে থাকুক, আরও division (দলাদলি) হবে। তাতে কায়স্থ সমাজ দুর্ব্বল হবে।

প্রফুল্লকুমার। আমি বুঝেছি, হিন্দুধর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে, তুমি আমাদের ব্রাহ্ম হ'তে ব'লছ,—কিন্তু আমি বার বার বল্‌ছি, সনাতন আর্য্যধর্ম্ম আমরা কখনই ছা'ড়ব না। আর জাতিভেদ তুলে দিতে ব'লছ, কিন্তু ভেবে দেখ, বিলেত ও সকল সভ্য দেশেই, জাতিভেদ কোনও না কোনও অবয়বে বিদ্যমান আছে। তবে প্রভেদ এই যে, বিলেতে অর্থের দ্বারা জাতি নির্ণয় হয়, আর আমাদের দেশে শ্রীকৃষ্ণ গুণ ও কর্ম্মের দ্বারা জাতি বিভাগ ক'রে দিয়েছেন। বিলেতের যা কিছু সবই ভাল নয়। আমাদের যা কিছু সবই মন্দ নয়। আমরা হিন্দুধর্ম্মে থা'কব ও শ্রীকৃষ্ণের উপদিষ্ট নিয়মে জাতিভেদ রা'খব।

মোহিতকুমার। If you don't like to be pure monotheists,—pray, remain what you are; but, being Hindus, donot vilify the Brahmins. If you are Hindus, you must remember that it is a sin to revile a Brahmin. I tell you again that the question of sacred thread is most ridiculous, and I regret very much that my dear brother has lost his commonsense among a lot of sensation-mongers, who are hardly able to distinguish between the serious and

the ludicrous. I really pity the lot of mother Bengal that her sons of learning and culture have run mad after such petty things in this twentieth century. [যদি তোমরা একেশ্বরবাদী হ'তে না চাও,—যা আছ তাই থাক ; কিন্তু হিন্দু হ'য়ে ব্রাহ্মণকে গালাগালি দিও না। যদি তোমরা হিন্দু হও, তোমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, ব্রাহ্মণকে গলাগালি দিলে পাপ হয়। আমি আবার তোমায় বল্‌ছি, এই পৈতের কথা বড়ই হাস্যাস্পদ। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, দাদা কতকগুলো হুজুগে লোকের সঙ্গে মিশে, মানুষের সহজবুদ্ধিও হারিয়েছেন। এই সব হুজুগে লোক, কি সঙ্গত কি হাস্যাস্পদ, তাও বুঝ্‌তে পারে না। বঙ্গমাতার কি দুর্ভাগ্য যে এই বিংশ শতাব্দীতে, তাঁর সুশিক্ষিত সন্তানগণ সামান্য পৈতের জন্য পাগল হ'য়েছে।]

প্রফুল্লকুমার। Why, I do not vilify any Brahmin, and would not allow others to do so. I do not also think I have lost my common-sense as yet. [কেন, আমি তো ব্রাহ্মণদের গালাগালি করি না, এবং কাকেও গালাগালি ক'রতেও দি না। আমার সহজ বুদ্ধি যে হারিয়েছি, এমনও তো বোধ হয় না।] মোহিত, তুমি যা ব'লবে আমাকেই বল। কিন্তু, যারা পৈতে নেওয়া স্বধর্ম্মপালন ব'লে

মনে করে, তাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত দেওয়া তোমার উচিত হয় না। আর, দেশের মধ্যে যাঁরা মান্য গণ্য বড়লোক, তাঁদের Sensation-mongers ব'লে উপহাস করাও তোমার অত্যন্ত অন্যায়।

(উভয়ের প্রস্থান।)



দ্বিতীয় অঙ্ক।

(দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।)

কলিকাতা বিডন্ উদ্যান।

[দুজন কলেজের ছাত্র উপবিষ্ট ঃ—ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ]

(এক দিক হইতে সিগারেট্-ওয়ালা,
অপর দিক হইতে পানওয়ালীর প্রবেশ।)

গান।

সিন্ধু মিশ্র—আর্‌খেমটা।

সিগারেট্-ওয়ালা। তোমরা কেউ সিগারেট্ নেবে।

পানওয়ালী। তোমরা কেউ মিঠে পান খাবে।

সিগারেট্-ওয়ালা। আমার এই সিগারেটের, ধোঁয়ার বাসে,
মেতে ওঠে প্রাণ্,

পানওয়ালী। আমার মিঠে পানের, মিঠে রসে, প্রাণ্ করে
আন্‌চান্,
এমন মিঠে হাতের, মিঠে খিলি,
(ওগো) আর কোথা পাবে।

সিগারেট্-ওয়ালা। এর মিষ্টি ধোঁয়া, পেটে গেলে, দেখ্‌বে
মুখের চোট্,

পানওয়ালী। এ পান্ কিনে, দিলে গালে, টুক্‌টুকে হয় ঠোঁট্,
এতে মনের মানুষ, আস্‌বে কাছে,
মন খুলে কথা কবে।

সিগারেট্-ওয়ালা। আমার ইজিপ্‌সিয়ান্ এই সিগারেট, (ও
তার) মুখভরা সোনা, (gold-tipped)

পানওয়ালী। আমার উলুবেড়ের খাশ্ মিঠেপান, টাকায়
এক দোনা,
(আবার) দু এক খিলি, মুখে দিলেই
সুরসে বিভোর হবে।

সিগারেট্-ওয়ালা। কত রকমারি সুন্দরীর ছবি, সিগারেটের
গায়,

পানওয়ালী। আমি গোলাপ জলে ভিজিয়েছি পান, কাজ কি
রে মশ্‌লায়,
(আবার) পানে মিশে, মলয় বাতাস,
প্রেমে মাতাবে।

সিগারেট্-ওয়ালা। আমার সিগারেট্ যে নেশার রাজা, (ও তায়)
অটো আর খশ্‌খশ্,

পানওয়ালী। এ পান শুপুরী আর ধ'নের চা'লেই, উথ্‌লে
ওঠে রস,
তোমরা রসিক সুজন, হওরে যে জন,
আমার পান কিনে খাবে।

সিগারেট্-ওয়ালা। চাই সিগ্‌রেট্! বাবু, চাই সিগ্‌রেট্!

পানওয়ালী। মিঠে পানের খিলি চাই! বাবু, মিঠে পানের খিলি!

ব্রাহ্মণ-ছাত্র। আমরা কেউ সিগারেট্ খাইনে। যাও।

(সিগারেট্-ওয়ালার প্রস্থান)

পানওয়ালী। (ছাত্রদের নিকটে আসিয়া) বাবু! সিগারেট্ না খাও, তাতে কিছু এসে যায় না। আমার মিঠে পান তো দু এক আনার খাও। মিঠে খিলি কিনে,—মিঠে মুখে দাও। মিঠে হাসি হেসে,—মিঠে কথা কও। আর, বাড়ীতে সুন্দরী বৌ আছে, এক দোনা কিনে নিয়ে তাকেও দাও।

ব্রাহ্মণ-ছাত্র। (বিরক্তির স্বরে) পানওয়ালী, এখানে আমাদের কাছে তোমার রসিকতা জানাবার দরকার নাই। তোমার রসিকতার কথা আমরা শুন্‌তে চাই নে। তোমার রসিকতা শোন্‌বার লোক, এ বাগানে ঢের আছে, তাদের কাছে যাও। আমরা তোমার পান চাই নে।

পানওয়ালী। ও—বুঝ্‌লেম্। তোমরা দুইজনই বে-রসিক। তা যা'ক্‌গে, আমার পান কেন্‌বার লোক এ বাগানে অনেক পাব। আমি তাদের কাছেই বেচ্‌ব।

(পানওয়ালীর প্রস্থান)

ব্রাহ্মণ ছাত্র। এই সিগারেটে আমাদের দেশের অনিষ্ট হ'চ্ছে, তবু আমরা সিগারেট্ ছাড়ি নে। সাত আট বছরের

ছেলেরাও সিগারেট্ খা'চ্ছে। দিন কতক বাদে, বোধ হয় সিগারেট্ আমাদের খোকামণিদের চুষিকাঠি হবে।

কায়স্থ-ছাত্র। ঠিক ব'লেছ ভাই। অন্ততঃ ছোট ছোট ছেলেরা যাতে সিগারেট্ না খায়, তার উপায় আমাদের অবশ্যই করা উচিত।

ব্রাহ্মণ-ছাত্র। তোমরা তা কর কৈ? দেশের যাতে প্রকৃত কল্যাণ হয়, তা তোমরা ক'রবে না। কিসে, পৈতে নিয়ে, বামুনদের জব্দ ক'রবে, কেবল সেই চেষ্টাতেই দিবারাত্রি ফির্‌ছ। "কায়স্থ-সভা" স্থাপন ক'রে, কেবল দেশের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে বিবাদ বাদিয়ে দিচ্ছো। এ সব কি ভাল?

কায়স্থ-ছাত্র। ভাই,—না জেনে শুনে তুমি "কায়স্থ-সভার" নিন্দে ক'রো না। এই বছর দশেকের মধ্যেই কায়স্থ সভার দ্বারা আমাদের কায়স্থ জাতির অনেক উপকার সাধিত হ'য়েছে। আর্, বামুনদের জব্দ করা আমাদের পৈতের উদ্দেশ্য নয়। কেবল মান সম্ভ্রম রক্ষা করবার জন্যই আমাদের পৈতে নেবার বিশেষ প্রয়োজন হ'য়েছে। তা ছাড়া, চা'র শ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহ (Inter-marriage) প্রচলিত করাও, আমাদের কায়স্থ-সভার একটী প্রধান উদ্দেশ্য। কায়স্থেরা সকলেই উপবীত গ্রহণ না ক'রলে, এই আন্তর্গণিক বিবাহের প্রচলন্ হ'তে পারে না। পৈতে নিয়ে ক্ষত্রিয়ত্বের ভাবটা

সর্ব্বদা মনে জাগ্রত থা'ক্‌লে, আমাদের আচার ব্যবহারও ক্ষত্রিয়ের মত হবে। তা হ'লে, মেয়ের বিয়ে দিতে ব'সে মেয়ের বাপকে আর সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হবে না। পৈতে নিলে, কায়স্থ-সমাজের যত দুর্নীতি সকলি দূর হ'তে পারে। অনেক ভেবে চিন্তে আমি পৈতে নিয়েছি, ও কায়স্থ বন্ধুদের নিতে অনুরোধ ক'রেছি।

ব্রাহ্মণ-ছাত্র। কায়স্থদের যে আমরা চিরকালই শূদ্র ব'লে জানি। এতকাল পরে তোমরা ক্ষত্রিয় হতে যাচ্ছ; তোমাদের ক্ষত্রিয় ব'লে আমরা কি ক'রে স্বীকার ক'রব ?

কায়স্থ-ছাত্র। আমাদের ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার না ক'রলে, তোমাদের অবস্থা কি হয়, সেটাও একবার চিন্তা ক'রে দেখ। পরাশরসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ে আছে, যদি কোনও ব্রাহ্মণ শূদ্রের যজন কার্য্য করেন অথবা দান গ্রহণ করেন, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন্। আর, তুমি তো শ্রীহর্ষের "নৈষধ চরিত" কাব্য প'ড়েছ; তোমার বোধ হয় সে শ্লোকটী মনে আছে,—যেখানে ব'লেছে যে, আমাদের আদিপুরুষ চিত্রগুপ্তদেব দময়ন্তীর স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত ছিলেন। যদি তিনি ক্ষত্রিয়ই না হবেন, তবে ইন্দ্রাদি দেবগণের সমক্ষে, সেই ক্ষত্রিয় রাজকন্যার স্বয়ম্বর-সভায়, তিনি কি ক'রে স্থান লাভ ক'রলেন ?

ব্রাহ্মণ-ছাত্র। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তর্কস্থলে তোমাদের ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার ক'রলেও, তোমরা যে বহু-শতাব্দী হ'ল ব্রাত্য হ'য়ে আছ, পৈতে নেবে কি ক'রে? তোমাদের ক্ষত্রিয়ত্বের কোনও স্বত্ব থাক্‌লেও, তা বোধ হয় তামাদি হ'য়ে গেছে। কলিকাতা হাইকোর্টের জজেরা একটা মোকদ্দমার রায়ে এই রকম কথাই ব'লেছেন্‌।

কায়স্থ-ছাত্র। ইংরেজ রাজার আইনে যেমন একটা তামাদির আইন আছে, হিন্দু-শাস্ত্রে সে রকম কোন তামাদির আইন নাই। বেদের আপস্তম্ব শাখা পাঠ ক'রলেই জানতে পারা যায় যে, আমাদের ক্ষত্রিয়ত্বের স্বত্ব কখনও তামাদি হবে না। আর, কলিকাতা হাই-কোর্টের জজেরা তাঁদের রায়ে কি ব'লেছেন, তা শোন। কায়স্থেরা সহোদরা ভগিনীর ছেলেকে দত্তক গ্রহণ ক'রতে পারে কি না, এই প্রশ্ন সেই মোক-দ্দমায় উঠেছিল। হাইকোর্টের জজেরা তাঁদের রায়ে ব'লেছেন ঃ—"বঙ্গদেশের ও ভারতের অন্যান্য স্থানের কায়স্থগণ বহু পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়জাতি ছিলেন, হিন্দুশাস্ত্রের বেশীর ভাগ প্রমাণের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু তাঁরা বহু শতাব্দী হ'ল ভয়ানক অধঃপতিত হ'য়েছেন। তাঁরা উপনয়ন সংস্কার ও গায়ত্রী ত্যাগ ক'রে এখন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছেন।" হাইকোর্টের জজেরা স্বর্গীয় শ্যামাচরণ সরকার মহাশয়ের "ব্যবস্থা-

দর্পণ" হ'তে এই অংশ উদ্ধৃত ক'রে, রায়ে সন্নিবেশ ক'রেছেন। কিন্তু আমরা বলি,—উপনয়ন সংস্কার ও গায়ত্রী ত্যাগ ক'রে আমরা ব্রাত্য অর্থাৎ অধঃপতিত হ'য়েছি বটে, কিন্তু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইনি। ক্ষত্রিয়-সন্তান যতই অধঃপতিত হউক না কেন,—কখনই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় না। ব্রাত্য হ'য়েছি সত্য, কিন্তু শাস্ত্র অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে পৈতে নিলে, আবার আমরা শুদ্ধ ক্ষত্রিয় হ'তে পারি।

ব্রাহ্মণ-ছাত্র। দেখ, আমাদের পৈতে ছেলে বেলায় হয়। আমাদের পৈতে নেবার বয়স ৯ হ'তে ১৩ বৎসর। ১৩ বৎসর বয়স অতীত হ'লে, আর আমাদের পৈতে হয় না। কিন্তু তোমরা বুড়ো বয়সে পৈতে নিচ্ছ; এ সব দেখে যে লোকে হাসে!

কায়স্থ-ছাত্র। আমরা বুড়ো বয়সে পৈতে নিচ্ছি, এটা দেখ্‌তে একটু খারাপ দেখায় বটে। কিন্তু সামবেদীয় "তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, প্রায়শ্চিত্ত ক'রে বেশী বয়সেও পৈতে নেওয়া যায়। আমাদের বঙ্গদেশের বৈদ্যজাতি, ধনবলে ও বিদ্যাবলে সমাজে খুব উন্নত। পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যদের মধ্যে দে'খ্‌তে পাওয়া যায়,—কেউ কেউ বেশী বয়সে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে পৈতে নেন্। যদি তাঁরা নিতে পারেন, তবে আমাদের নিতে বাধা কি?

ব্রাহ্মণ-ছাত্র। মহারাজা জয়ন্ত আদিশূরের রাজসভায় যে পাঁচজন কায়স্থ এসেছিলেন, তাঁদের গলায় কি তখন পৈতে ছিল ?

কায়স্থ-ছাত্র। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায়,—তাঁদের গলায় পৈতে ছিল ও তাঁরা সশস্ত্র হ'য়ে রাজসভায় এসেছিলেন। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের কারিকায় লিখিত আছে,—পাঁচজন কায়স্থ, হাতী, ঘোঁড়া ও পাল্কিতে চ'ড়ে, বঙ্গদেশে এসেছিলেন। শূদ্র হ'লে তাঁরা কখনই হাতী ঘোঁড়ায় আস্‌তেন না। এখন নিশ্চয় ক'রে বলা যেতে পারে,—আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের পৈতে ছিল, পরে পালরাজাগণের সময়ে বৌদ্ধ-বিপ্লবে তাঁরা স্বেচ্ছাক্রমে পৈতে ত্যাগ ক'রেছিলেন।

ব্রাহ্মণ-ছাত্র। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে আমাদের পৈতে গেল না,—তোমাদের পৈতে যায় কেন ? আমার বোধ হয় এটা তোমাদের মন-গড়া কথা।

কায়স্থ-ছাত্র। তোমাদের পৈতে যে যায় নাই, তার কারণ আছে। তোমরা পুরোহিত জাতি; পৌরহিত্যের জন্য অর্থাৎ জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য, বাধ্য হ'য়ে তোমাদের পৈতে রাখ্‌তে হ'য়েছিল। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ, বৌদ্ধ-বিপ্লবে ও মুসলমান রাজাদের শাসনে, ক্রমে ক্রমে সাবিত্রীভ্রষ্ট হ'য়েছিলেন।

ব্রাহ্মণ-ছাত্র। তোমার কথা সত্য হ'লেও হ'তে পারে, কিন্তু আমাদের বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাস ভাল কিছুই

নাই,—ইতিহাসের দ্বারা তোমার কথার সত্যতা প্রমাণ করা কঠিন। তোমরা ব'লে থাক,—বঙ্গদেশের কায়স্থ-জাতি সকলেই চিত্রগুপ্ত দেবের বংশধর। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, চিত্রগুপ্ত হ'তে তোমার নাম পর্য্যন্ত ধারাবাহিক বংশাবলী তুমি কি ব'ল্‌তে পার ?

কায়স্থ-ছাত্র। তা আমি পারিনে। আমিও জিজ্ঞাসা করি,—তুমি তো ভরদ্বাজ মুনির সন্তান,—তুমি কি ভরদ্বাজ মুনি হ'তে আরম্ভ ক'রে তোমার নাম পর্য্যন্ত ধারাবাহিক বংশাবলী ব'লতে পার ? তা কখনই পার না। বর্ণগুরু ব্রাহ্মণগণ যা ব'লতে পারে না,—তা কি কখনও কায়স্থেরা ব'লতে পারে ? আ'জ্‌কে আর নয়। আ'জ আমাদের কায়স্থসভার একটা মিটিং আছে। সেখানে সন্ধ্যার আগেই যেতে হবে। চল আমরা এখান থেকে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

(প্রথম গর্ভাঙ্ক।)

[নীলমাধব বাবুর অন্তঃপুরস্থ কক্ষ। নীলমাধব বাবু কক্ষ মধ্যে চিন্তাকুল ভাবে উপবিষ্ট।]

নীলমাধব বাবু। (স্বগত) আমার বড় মেয়ে ও মেজো মেয়ের বিবাহ অনেক কষ্টে দিয়েছি, কিন্তু বোধ হয় ছোট মেয়েটীর বিবাহ আর কিছুতেই দিতে পার'লেম না। কন্যাদায়ে বোধ হয় এইবার আমি পাগল হ'লেম। Merchant আপিসের সামান্য ৫০৲ টাকা মাইনের চাকুরী ক'রে, ক'লকেতা সহরে ছেলেপুলে নিয়ে সংসার চালানই কঠিন, তা আর মেয়ের বিয়ে দেব কোথা থেকে? তবু যা হউক্, শ্রীহরির কৃপায় দুটী মেয়ের বিবাহ ভাল ঘরে ও ভাল বরেই দিয়েছি, কিন্তু ছোট মেয়েটীর বিবাহ আর বোধ হয় হ'ল না। আমাদের দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থের মধ্যে অন্ততঃ দুহাজার আড়াই হাজার টাকার কমে একটী মেয়েকে কিছুতেই বিয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু এত টাকা আমি পাব কোথায়? যে দুটী মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, তারই দেনায় মাথার চুল পর্য্যন্ত বিক্রী হ'য়ে আছে। পৈত্রিক তালুক ও জমি জমা যা ছিল, বড় মেয়ের বিয়ে দিতে সে সবই বিক্রী ক'রতে হ'য়েছে।

মেজো মেয়ের বিবাহের সময়, এই বাড়ীখানি বন্ধক প'ড়েছে, সে বন্ধকের টাকা এ পর্য্যন্তও শোধ ক'রতে পারি নি। কোনও কালে যে শোধ ক'রতে পা'রব, এমনও আশা নাই। এই ভয়ানক বিপদ, তার উপর আবার কতদূর নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ ক'রেছি, মনে হ'লে এত দুঃখেও হাসি পায়। Derby Sweepএ এক্ শ টাকা দিয়ে ব'সে আছি। আমার যে অদৃষ্ট, নিশ্চয়ই lotteryতে একটী পয়সাও পাব না। যা ঢেলেছি, সবই লোক্সান হবে। বন্ধকদার, বন্ধকের ডিক্রীজারি ক'রে এই ভদ্রাসন খানিও নীলামে চড়িয়েছে। নীলাম হ'তে আর পাঁচ দিন মাত্র বিলম্ব আছে। এসব কথা স্ত্রীর কাছে ও মেয়েদের কাছে গোপন ক'রেছি। (চোখের জল মুছিতে মুছিতে) আমার স্ত্রী যখন জান্‌তে পা'রবে, এই বাড়ীখানি শীঘ্রিরই নীলাম হ'য়ে যাবে, আমাদের পথে ব'সতে হবে, তখন না জানি সে অভাগিনীর কি দশাই হবে! আহা! পতিপ্রাণা সাধ্বী এ সব খবর কিছুই রাখে না; স্বামী থাক্‌তেও যে তাকে পথের ভিখারিণী হ'তে হবে, এ তার স্বপ্নেরও অগোচর। সে আমার সেবা ক'রেই স্বর্গসুখ অনুভব করে; আর কোনও সুখেরই কাঙ্গালিনী নয়। সে স্বর্ণ-প্রতিমা চিরানন্দময়ী ও চিরপ্রফুল্ল; আমাদের এত বিপদেও তার মুখের হাসি যায় নি, সর্ব্বদা হাসি হাসি মুখে মিষ্টি কথায় আমাকে

সুখী ক'রতে চেষ্টা করে। কিন্তু দিন দুই পরে তার কি দশা হবে, মনে ক'রতেও বুক ফেটে যায়। হা অভাগিনী! তোমার ভাগ্যে কি এই ছিল!! বড় মেয়ে ও মেজো মেয়ের জন্য ভাবি নে; তাদের ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছি, ঈশ্বরের দয়ায় আমার জামাই দুজন চিরজীবী হ'য়ে থা'ক্‌লে, অন্নবস্ত্রের কষ্ট তাদের কখনই হবে না। কিন্তু আমার সুশীলার কি দশা হবে, তাই ভা'বতেই চা'রদিক অন্ধকার দেখ্‌ছি। কি ক'রেই বা তার বিয়ে দেব,—কি ক'রেই বা জা'ত কুল বজায় থাক্‌বে! হে অনাথশরণ শ্রীমধুসূদন! তোমার অভয় পদে এ দাসকে স্থান দাও। হাঁ, সেই ভাল, আমার পক্ষে মৃত্যুই এখন সহস্র গুণে ভাল। এ জ্বালাযন্ত্রণাময় সংসার থেকে, যত শীঘ্রির স'রে যাই, ততই ভাল। নিশ্চয়ই আত্মহত্যা ক'রব। এ প্রাণ্‌ আর রা'খব না। কিন্তু আমি ম'লে স্ত্রী ও ছোট মেয়েটী যে অনাহারেই মারা যাবে! সেটাও তো বড় ভয়ানক কথা! তাই তো, ম'রব কি না, কিছুই স্থির ক'রতে পাচ্ছিনে। আমি ম'লে স্ত্রী ও কন্যা নিশ্চয়ই অনাহারে মারা যাবে। তা যা'ক্‌, কিছুই ক্ষতি নাই। জা'ত কুল যাওয়ার চেয়ে, প্রাণ যাওয়া সহস্র গুণে ভাল। আর, আমি থেকেও তো তাদের সুখের পারাপার নেই! জন্মাবচ্ছিন্নে স্ত্রীকে ভাল কাপড় কি ভাল গহনা কখনও দিতে পা'রলেম না।

আমার মরণই শ্রেয়ঃ ; এ ছার প্রাণ আর রা'খব না। তবে, মরবার আগে স্ত্রীকে সকল দুঃখের কথা ব'লে, তার কাছে সকল অপরাধের ক্ষমা চেয়ে, ম'রব।

(ক্ষীরোদা সুন্দরীর প্রবেশ)

নীলমাধব। তুমি এসেছ! বেশ্ ভালই হ'য়েছে!! আমিও তোমার কথাই ভাব্ছিলেম্। কতকগুলো দুঃখের কথা এতদিন তোমার কাছে গোপন ক'রে এসেছি, কিন্তু আ'জ্কে আর গোপন ক'রবনা। আ'জ্কে সে সব কথা তোমাকে খু'লে ব'ল্তে হবে। সব কথা ব'লে, সকল অপরাধের ক্ষমা চেয়ে, জন্মের মত বিদায় হব। জ্ঞানে ও অজ্ঞানে তোমার কাছে যত অপরাধ ক'রেছি, সকল অপরাধ ক্ষমা কর। ঈশ্বর করুন্, যেন পরজন্মে তোমাকে আর আমার হাতে না প'ড়তে হয়।

ক্ষীরোদা। (সকাতরে) তুমি আ'জ এ সব কি কথা ব'লছ! আমি তো কিছুই বুঝ্তে পাচ্ছিনে। তোমার ভাব দেখে ও তোমার কথা শুনে, আমার তো কিছুই ভাল বোধ হ'চ্ছেনা। জন্মের মত বিদায় হবে ব'লছ, তার মানে কি? সব কথা খুলে বল, আমি আর স্থির থাক্তে পাচ্ছিনে। বল, সব কথা আমাকে বল, কিছু গোপন ক'রো না।

নীলমাধব। সব কথাই তোমাকে খুলে ব'ল্ছি! আ'জকে না ব'ল্লে, আর কবে ব'ল্ব? বল্বার দিন আর আস্-

বেনা। বল্‌বার দিন, আর পাবনা। শোন ক্ষীরো, সকল কথা বলি শোন। বাসন্তীর বিয়েতে এই বাড়ী বন্ধক দিয়ে, দুহাজার টাকা ধার ক'রে ছিলেম, তার একটী পয়সাও শোধ ক'রতে পারিনি। পাওনাদার বন্ধকের নালিশ ক'রে, ডিক্রীজারি ক'রে, এই বাড়ী নীলামে চড়িয়েছে। আগামী সোমবার আমার এই বাড়ীখানি নীলাম হবে। বাড়ী গেলে, তখন তোমাদের নিয়ে আমাকে পথে ব'সতে হবে। এই কথা মনে ক'রতে বুক ফেটে যাচ্ছে। তারপর, আমার সুশীলার বিবাহের বয়স হ'য়েছে। বছর খানেকের মধ্যেই তার বিয়ে দিতেই হবে। কিন্তু আমি এখন পথের ভিখারী, বিয়ে দিতে যে পারিমাণ টাকার দরকার সে টাকা আমার নাই। যদি বল, আবার ধার ক'রে মেয়ের বিয়ে দেও, কিন্তু সেই ধার দেয় কে? এ হতভাগ্যকে আর কেউ ধার দেবে না। যার ভদ্রাসন পর্য্যন্ত নীলাম হ'য়ে গিয়েছে, তাকে একটী পয়সাও কেউ ধার দেবেনা। সুতরাং আমার সোনার সুশীলার বিয়ে আর হ'ল না। তাকে অবিবাহিতা রেখেই, আমি এ সংসার থেকে চ'ল্লেম।

ক্ষীরোদা। যদি বাড়ী নীলাম হ'য়ে যায়, তা হ'লেই বা আমাদের পথে ব'সতে হবে কেন? এই ক'লকেতা সহরে খোলার ঘরও তো অনেক আছে। মাসে পাঁচ টাকা ভাড়া

দিলেই, একখানি খোলার ঘর তো আমরা পেতে পারি। তোমাকে নিয়ে ও সুশীলাকে নিয়ে, সেই খোলার ঘরে বাস ক'রলেও, আমার স্বর্গসুখ। পরমেশ্বর যদি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখেন, তবে আমার দুঃখ কিসের? আর সুশীলার বিয়ে দিতে পার্‌লে না ব'লে দুঃখ ক'রছ, কিন্তু আমি বলি, এতটা হতাশ হওয়া কখনই ভাল নয়। আমি স্ত্রীজাতি, তবু তোমার মতন্ হতাশ কখনও হই নে। নারায়ণের ইচ্ছা হ'লে, তিন মাসের মধ্যে, ভালঘরে ও ভাল বরে সুশীলার বিবাহ হ'য়ে যাবে। অবশ্য, আমাদের টাকা নাই তা সত্য, কিন্তু আমার সুশীলা সুন্দরী মেয়ে। নারায়ণের দয়া হ'লে,কোনও ভদ্র ঘরের সুশিক্ষিত ছেলে, টাকা না নিয়েও, বিয়ে ক'রতে পারে। তাই বলি, তুমি হতাশ হ'য়ো না, ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর। আমার মনে ডেকে ব'ল্‌ছে, সুশীলার বিবাহ খুব শীঘ্রিরই হবে।

নীলমাধব। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তোমার সুশীলার বিবাহ, বড় লোকের ঘরে, সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র ছেলের সঙ্গে হউক, আশীর্ব্বাদ করি। কিন্তু সেই বিয়ে দেখা, বোধ হয় আমার ভাগ্যে হ'ল না। আমাকে ও সুশীলাকে নিয়ে খোলার ঘরে যাবে ব'লছ, তা যাও; কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে সেখানে যাব না। আমার স্ত্রী ও কন্যার এত অপমান ও লাঞ্ছনা, আমি প্রাণ থাক্‌তে কখনই দেখ্‌তে পারব না। এ লাঞ্ছনা দেখ্‌বার

পূর্ব্বেই, আমার প্রাণবিয়োগ হবে। আর, তুমি ব'লেছ, ঈশ্বরের ইচ্ছা হ'লে, কোনও সুশিক্ষিত ছেলে, টাকা না নিয়েই, তোমার মেয়েকে বিয়ে ক'রবে। এ তোমার অতীব দুরাশা। তুমি স্ত্রীলোক, আমাদের কায়স্থ সমাজের অবস্থা, কিছুই জান না। আমাদের জেতে, খুব বড় লোক ও শিক্ষিত হ'লেও, বিয়ে করবার সময় টাকার মায়া কেউ ছাড়েন না। আবার যিনি যত বড়লোক, তাঁর টাকার দাবী তত বেশী। আমাদের কায়স্থ-জাতির মত নৃশংস ও অর্থলোভী জা'ত বোধ হয় আর নাই। অস্পৃশ্য নিম্নজাতির মধ্যেও সহৃদয়তা, দয়া, মায়া দেখ্‌তে পাওয়া যায়; কিন্তু কায়স্থ-জাতির মধ্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। তাই বল্‌ছি, বিনে টাকায় তোমার মেয়ের বিয়ে হ'বে, সে দুরাশা একেবারে ত্যাগ কর।

[নেপথ্যে—"মা, একবার এদিকে এস তো। গয়লানি এসেছে, তার দুধের দাম্‌ চা'চ্ছে।"]

ক্ষীরদা। সুশীলা ডাক্‌ছে। গয়লানির দুধের দাম্‌টা দিয়ে আসি।

(ক্ষীরদাসুন্দরীর প্রস্থান।)

নীলমাধব। এইবার কাজ শেষ করি। আর দেরী ক'রব না। দেরী ক'রলে বোধ হয়, এ কাজ আর হ'বে না। আমার স্ত্রীর স্বর্গীয় ছবিখানি দেখ্‌লে, আমার

মেয়ের সরলতামাখা মুখখানি দেখ্‌লে, আর ম'রতে ইচ্ছা হয় না। হা শ্রীমধুসূদন! হা দয়াময় হরি!! আমি তো চ'ল্লেম; আমার স্ত্রী ও মেয়েকে তুমি বাঁচাও, তাদের জা'তকুল মানসম্ভ্রম তুমি রক্ষা কর। চিরদিনের জন্য তোমার চরণে তাদের সমর্পণ ক'রে আমি চ'ল্লেম।

(দেরাজ হইতে পিস্তল বাহির করিলেন ও কারট্রিজ্ ভরিতে লাগিলেন। আত্মহত্যার চেষ্টা।)

(বেগে ক্ষীরোদাসুন্দরী ও সুশীলার প্রবেশ)

ক্ষীরোদা। (ক্রন্দন ও চীৎকার পূর্ব্বক) তোমরা কে কোথায় আছ, দৌড়ে এস। আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচাও। সে পিস্তলের গুলিতে আত্মঘাতী হ'চ্চে। আমার সর্ব্বনাশ হ'ল, সর্ব্বনাশ হ'ল। তোমরা কে কোথায় আছ, শীগ্গির এস।

(বেগে চারুচন্দ্রের প্রবেশ ও জোরপূর্ব্বক নীলমাধবের হস্ত হইতে পিস্তল কাড়িয়া লওন)

চারুচন্দ্র। কি ভয়ানক ব্যাপার! কি অভাবনীয় বিপদ!! কাকাবাবু মেয়ের বিয়ের চিন্তায় পাগল হ'য়ে, আত্মহত্যা ক'রতে উদ্যত। ভাগ্যিস্ আমি আজ সকাল বেলা এখানে এসেছিলেম, তাই প্রাণ রক্ষা ক'রতে পেরেছি। দয়াময় পরমেশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ! তাঁর দয়া না হ'লে,

কখনও প্রাণরক্ষা হ'ত না। (নীলমাধব বাবুকে সম্বোধন করিয়া) কাকাবাবু,—আপনি জ্ঞানী লোক হ'য়ে, কেন অজ্ঞানের মত কাজ ক'রতে যাচ্ছিলেন? মেয়ের বিয়ের ভাবনায় কেউ কি কখনও আত্মহত্যা করে? আপনি কি জানেন না যে, আপনার মেয়ের অদৃষ্ট ভাল হ'লে, ৭ দিনের মধ্যে তার বিয়ে হ'তে পারে?

নীলমাধব। (চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে) বাবা চারু,—তুমি কেন আমাকে বাঁচালে? কেন আমার হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিলে? যে আজ পথের ভিখারী, যার ভদ্রাসন পর্য্যন্ত নীলাম হ'য়ে যাচ্ছে, পরিবার নিয়ে যে আ'জ পথে ব'স্‌তে চ'ল্লো, তার আর জীবনে কি সুখ আছে? তাই বল্‌ছি, আমার প্রাণরক্ষা ক'রে, তুমি ভাল কাজ কর নি।

চারুচন্দ্র। কাকাবাবু, পরমেশ্বরের কৃপায় আপনার সব দুঃখ দূর হ'ল। আপনাকে আর পথের ভিখারী হ'তে হবে না। এই সু-খবর দেবার জন্যই আমি আজ আপনার কাছে এসেছিলেম। আ'জকার Englishmanএ দেখ্‌লেম, আপনি Derby Sweepএ যে দশটা শেয়ার কিনেছিলেন, তাতে ভাগ্যক্রমে আপনি দশ হাজার টাকা পেয়েছেন। এই টাকা দিয়ে বন্ধকদারের দেনা শোধ হ'য়েও, প্রায় আট হাজার টাকা আপনার মজুদ থাকবে। আর, বোধ হয় আপনার মেয়ের বিয়ের

উপায়ও পরমেশ্বর ক'রে দিলেন। কাল বিকেলে, বাগবাজারের বিজয়চন্দ্র বসু মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি উপবীতী বঙ্গজ কায়স্থ; শাস্ত্রানুসারে উপনয়ন গ্রহণ ক'রেছেন। তিনি, তাঁর ছেলের জন্য, সদ্বংশজাতা একটী সুন্দরী মেয়ে খুঁজ্‌ছেন। তাঁদের অবস্থা ভাল; ছেলেটীও বি, এ, পাশ ক'রে, প্রেসিডেন্সী কালেজে এম, এ, প'ড়ছে। তিনি পুত্রের বিবাহে একটী পয়সাও নেবেন না। ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ ক'রেছেন, সুতরাং ক্ষত্রিয়ের মত মহত্ব ও সহৃদয়তা দেখাবেন। যে কোন শ্রেণীতেই হউক, একটী সুলক্ষণা সুন্দরী মেয়ে পেলেই বিয়ে দেবেন; তবে, অনুপবীতী কায়স্থের মেয়ের সঙ্গে কখনও বিয়ে দিবেন না। আপনি যদি উপনয়ন গ্রহণ করেন, তবে এই বিবাহ সত্বরেই হবে; তাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। আমি সুশীলার বিবাহের এই সম্বন্ধ স্থির ক'রে এসেছি।

নীলমাধব। (আনন্দ-গদ্‌গদ স্বরে) বাবা চারু! তোমার ঋণ আর এ জন্মে শোধ ক'রতে পা'রব না। **Derby Sweep**এ আমি দশ হাজার টাকা পেয়েছি, এ কথা যেন আমার বিশ্বাস হ'চ্ছে না। কিন্তু তুমি যখম স্বচক্ষে **Englishman**এ দেখেছ, তখন আর অবিশ্বাস কেন করব? এখন নিশ্চয় জান্‌লেম, দয়াময় পরমেশ্বর আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি ক'রেছেন। বন্ধকদারের দেনা এবার

অনায়াসেই শোধ হবে। দুপয়সা হাতেও হবে। আর, সুশীলার বিবাহের সম্বন্ধ তুমি যা স্থির ক'রেছ, তা অতি উত্তম। আমাকে উপনয়নসংস্কার গ্রহণ ক'রতে ব'লছ, তা আমি অবশ্যই গ্রহণ ক'রব। বিজয়বাবু উপবীতী কায়স্থ হ'য়ে, অনুপবীতী কায়স্থের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিতে পারেন না,—তা আমি বিলক্ষণ বুঝি। আমাদের দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থদের মধ্যে অনেক বড় লোক যখন উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ ক'রেছেন, তখন আমারও উপনয়ন নিতে কোন আপত্তি নাই। আর, আমাদের দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থের ছেলের সঙ্গে বঙ্গজ কায়স্থের মেয়ের বিবাহও দুটী একটী যখন হ'য়েছে, তখন বঙ্গজ কায়স্থের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে, আমার কিছুই আপত্তি নাই। আমি একটী শুভ দিন দেখে, সপ্তাহ মধ্যেই পৈতে নেব। তুমি এদিকে বিবাহের সম্বন্ধটী স্থির ক'রে দাও। বাবা! তোমাকে আর বেশী কি ব'ল্‌ব, তোমার মত সুহৃদ্ এ পৃথিবীতে আমার আর কেউ নাই।

চারুচন্দ্র। আসুন্, আমরা বাইরের ঘরে বসি। Englishman কাগজে Derby Sweepএর সংবাদ আপনি স্বচক্ষে দেখুন। কাকী মা! বেলা হ'য়েছে। আমাদের আপিশ্ যাবার সময় হ'য়ে এলো। আপনি কাকাবাবুর আহারের উদ্যোগ করুন্।

ক্ষীরোদাসুন্দরী। (যুক্তকরে) হে বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন! তোমার কৃপায় আ'জ আমার জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীর প্রাণ রক্ষা হ'ল! তোমার কৃপায় আমাদের দেনা শোধ হ'ল!! তোমার কৃপায় আমার মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধও স্থির হ'ল!!! দাসী তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম ক'চ্ছে।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক।

(দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

[মৃত্যুঞ্জয় বাবুর অন্তঃপুরস্থ পুষ্পোদ্যান।
লতামণ্ডপ মধ্যে নীলাময়ী উপবিষ্টা।]

নীলাময়ী। (স্বগত) যত আশা ক'রেছিলেম, বুঝি সকলি বিফল হ'ল। তাঁকে বোধ হয় আর এ জীবনে লাভ ক'রতে পা'রলেম না! বাবা উপনয়ন নিয়েছেন, দাদারা উপনয়ন নিয়েছেন এ অবস্থায় তাঁরা কখনই অনুপবীতী কায়স্থের ঘরে আমার বিবাহ দেবেন না। শুনেছি, তাঁর পিতা উপনয়নের উপর বড় চটা। নিজে উপনয়ন নেবেন না, দুই ছেলেরও উপনয়ন দেবেন না। তা হলেই তো, আমার আশাতরু একেবারে ভেঙ্গে গেল। আর কোনও আশাই রইল না। তা হ'লে আমার দশা কি হবে? একজনকে মনে মনে আত্মসমর্পণ ক'রে, আমি কি ক'রে আর একজনকে বিবাহ ক'রব! তা আমি কিছুতেই পা'রব না। বিষ খেয়ে ম'রব সেও ভাল, তবু আর কারুকে পতিত্বে বরণ ক'রব না। কেনই বা আমি তাঁকে ভালবেসেছিলেম! সেই ভালবাসা এখন আমার কাল হ'ল। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর সঙ্গে খেলা ক'রেছি, তাঁদের

বাড়ীতে গিয়ে তাঁর মাকে মা ব'লে ডেকেছি, তিনি এই বাগান থেকে কত ফুল তুলে দিয়েছেন, সেই ফুলের মালা গেঁথে খোঁপায় প'রেছি। এই ভাবে শৈশবের দিনগুলি বড় সুখে কেটেছে। কতদিন তাঁর মা কথায় কথায় আমার মাকে ব'লেছেন,—আমাদের দুজনের বিয়ে হ'বে। পাড়ার মেয়েরা কতদিন তাঁকে দেখিয়ে, আমাকে ব'লেছে,—"নীলা, এই ছ্যাখ্‌লো, তোর বর্‌কে ছ্যাখ্।" এই রকম হ'তে হ'তেই, আমার হৃদয়ে অলক্ষিতে ভালবাসার বীজ অঙ্কুরিত হ'ল। আমার শৈশবের সহচরকে আমি ভালবেসে ফেল্লেম্। কিন্তু, এখন দেখ্‌ছি, এ সকলি আমার সর্ব্বনাশের কারণ হ'ল। তাঁরা পৈতে ছ্যান্ নি, কেবল এই কারণে তাঁর সঙ্গে আমার মিলন হ'ল না। যদি আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, যদি কখনও তাঁরা পৈতে নেন, তবে বোধ হয় তাঁকে পেতে পারি। কিন্তু সে আশা এখন বড় দুরাশা ব'লেই বোধ হ'চ্ছে। আচ্ছা,—তিনি কি আমাকে ভালবাসেন? আমি যাঁর জন্য কেঁদে ম'রছি, তিনি কি একবারও আমার কথা ভাবেন? আজ এই পুষ্পোদ্যানের বিকশিত ফুলদলের মাঝখানে, যদি তাঁর মুখখানি একবার দেখ্‌তে পেতেম্, তা হ'লে না জানি কত সুখ হ'ত! যা ভেবেছি তাই, তিনিই এই দিকে আস্‌ছেন।

(শ্যামনীরদের প্রবেশ ও নীলাময়ীর নিকট উপবেশন।)

শ্যামনীরদ। নীলা,—আ'জ এই ফুলবাগানে, ফুলের মাঝে, তুমি যে ফুলরাণী হ'য়ে বসে র'য়েছ! তোমাকে কতদিন, কত যায়গায়, ব'সে থাক্‌তে দেখেছি, কিন্তু আজ্‌কের মতন এমন সুন্দর, তোমাকে আর কখনও দেখি নি। কিন্তু, শোন নীলা, আজ্‌কের এই দেখাই বোধ হয় শেষ দেখা হ'ল। সেই জন্যই তোমাকে দেখ্‌তে এলেম্। আ'জ্‌কে শেষ দেখা ব'লেই, বুঝি বিধাতা এই সুন্দর স্থানে সুন্দর বেশে তোমাকে দেখা'লেন।

নীলাময়ী। [সকাতরে] কেন, কি হ'য়েছে? আজ্‌কের এই দেখা শেষ দেখা কেন ব'ল্‌ছেন?

শ্যামনীরদ। শোন নীলা, মনোযোগ দিয়ে শোন। এতকাল বড় আশায় বুক বেঁধেছিলেম, যে কোনও একদিন অবশ্যই তোমার পাণিগ্রহণ ক'রতে পারব। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, সে আশা নির্ম্মূল হ'ল। আমার পিতা কায়স্থের উপনয়নের কথা শুন্‌লেই চ'টে ওঠেন। তিনি কখনই আমাকে উপনয়ন নিতে দেবেন না। এদিকে আবার, তোমার পিতা ও তোমার দাদারা সকলেই উপবীতী, তাঁরা কখনই অনুপবীতী কায়স্থের সঙ্গে তোমার বিবাহ দেবেন না। আমি উপনয়ন গ্রহণ ক'রলে, নিশ্চয়ই তোমাকে পেতে পারি, তাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু পরমারাধ্য পিতার অবাধ্য আচরণ কখনই ক'রব

না। তাঁর অমতে কখনই পৈতে নিতে পা'রব না। সুতরাং চিরদিনের জন্য আমার আশালতা বিদলিত হ'ল। আমি আর ক'লকেতায় থা'ক্‌ব না। তুমি যে, দিন কতক বাদেই, আর একজনের সহধর্ম্মিণী হবে, তা আমি প্রাণ্ থাক্‌তে দেখ্‌তে পারব না। সেই জন্যই চিরদিনের মত আমি দেশত্যাগী হ'য়ে চ'ল্লেম।

নীলাময়ী। (চক্ষু ছলছল, অধোবদন, ও নিরুত্তর)

শ্যামনীরদ। চিরদিনের জন্য যাচ্ছি বটে, কিন্তু যাবার আগে, আ'জ তোমার মুখে একটী কথা শুনে যাব। আমি যে ছেলেবেলা থেকে, তোমাকে প্রাণতুল্য ভালবেসেছি, তার প্রতিদান পেলেম্ কি না জানি না। বল, একটী-বার বল, তুমি আমাকে ভালবাস কি না।

নীলাময়ী। (অধোবদন ও নিরুত্তর)

শ্যামনীরদ। বল নীলা, একটীবার বল তুমি আমাকে ভাল-বাস কি না। এই কথার উত্তর শোন্‌বার জন্য, আমি পাগল হ'য়েছি। বল, আমাকে ভালবাস কি না।

নীলাময়ী। (অধোমুখে ও মৃদুস্বরে) বাসি।

শ্যামনীরদ। তবে আমার মনকে বোঝাতে পা'রব। আর কাঁদ্‌ব না। আমি ভালবেসেছিলেম্, ও তুমিও ভাল-বেসে ছিলে, কিন্তু উভয়ের কপালদোষে বিবাহ হ'ল না। বাল্যপ্রণয়ে নিশ্চয়ই কোনও অভিসম্পাত আছে, সেই জন্যই আমরা কাঁদলেম্। আর না, বিলম্ব

ক'রে, মায়ার ফাঁস আর বেশী ক'রে গলায় প'রব না। বিদায় হ'লেম্। কিন্তু, জন্মের মত, ভাল ক'রে, তোমায় একবার দেখে যাই। চিরজীবনের সাধ, একটী সাধ, আ'জ পূর্ণ করি। (ফুলের মালা পকেট্ হইতে বাহির করিয়া, নীলার খোঁপায় পরাইয়া দিলেন)

[শ্যামনীরদের প্রস্থান]

নীলাময়ী। (স্বগত) এইবার আমার সর্ব্বনাশ হ'ল! এতদিন স্থধু চোখের দেখা দেখেই স্থখে ছিলেম, এখন থেকে সে দেখাও আর দেখ্‌তে পাব না। উনি এই অভাগিনীর জন্যই পিতা, মাতা ও বন্ধুগণকে চিরদিনের মত ছেড়ে চ'ল্লেন। বোধ হয়, আমারও মৃত্যু নিকট হ'ল। বাবা যদি আর কারুর সঙ্গে আমার বিয়ে দেন, তবে এ ছার প্রাণ কখনই রা'খব না। নিশ্চয় বিষ খেয়ে ম'রব।

[নীলাময়ীর প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক।

(তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)

(হেমবিনোদের বাগানবাড়ী। হেমবিনোদ ও মোসাহেবগণ।)

জনৈক মোসাহেব। বুঝেছ হে ভাই,—আমাদের যে এই হুজুর, —এমন হুজুর—এই কলিকালে আর মিল্‌বে না। (অন্যান্য মোসাহেবগণ মাথা নাড়িয়া একবাক্যে—"না, কিছুতেই মিল্‌বেনা।") হুজুরের যেমন সোণার শরীর,—তেম্‌নি সাদা প্রাণ। (অন্যান্য মোসাহেবগণ একবাক্যে—"হুঁ, ধপ্‌ধপে্‌ সাদা, একেবারে বরফ!") আর, হুজুরের নাম্‌টী কেমন মিষ্টি দেখ দেখি। হেম—বিনোদ; অর্থাৎ কি না,—সোণার বিনোদ বাবু! স্বধু বিনোদ নন,—হেমবিনোদ; স্বধু হরি নয়,—গৌরহরি!! (অন্যান্য মোসাহেবগণ একবাক্যে—"আর, আমরা সব ব্রজের রাখাল!") আর, একটা কথা শোন ভাই,—এই কায়স্থ জা'ত ভিন্ন এমন উঁচু নজর, এমন আমিরি চা'ল, এমন মোলায়েম্‌ মিঠে প্রাণ্‌, অন্য কোন জা'তের হয় না। (অন্যান্য মো সহেবগণ একবাক্যে—"কখনই হয় না, হ'তেই পারে না")। আমাদের বামুন জা'তের মধ্যে সকলেই কৃপণ,—একটী পয়সা যেন গায়ের এক সের রক্ত। (অন্যান্য মোসাহেবগণ একবাক্যে—

"কিপ্পনের হাড়,—বামুন জা'তের কথা আর ব'লো না")।

হেমবিনোদ। ওহে! এখন ইয়ার্‌কি রাখ। গান শোনা যা'ক্। হরলাল, গান ধর। উঃ—আ'জকে কি গরম!

জনৈক মোসাহেব। গরমের কথা আর ব'লবেন্ না। গরমে আমাদের প্রাণ আই ঢাই ক'চ্ছে। কে যেন আগুনের ভেতর ফেলে, আমাদের সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মা'র্‌লে! কা'লকেও যদি এম্‌নি গরম হয়, তা হ'লে হুজুরকে নিয়ে আমরা দার্‌জিলিং যাব। (অন্যান্য মোসাহেবগণ একবাক্যে,—"হুজুর, বলেন্ তো আমরা এখনি গিয়ে গাড়ী রিজার্ভ্ ক'রে আসি।")

হেমবিনোদ। কিন্তু আমার এই বাগানবাড়ী বেশ ঠাণ্ডা জায়গা। এখানে এলে, গ্রীষ্মের কষ্ট কখনই অনুভব ক'রতে হয় না।

মোসাহেব। ঠিক্ ব'লেছেন, হুজুর! এমন ঠাণ্ডা জায়গা আর নেই। দেখুন্, এই বাগানের কন্-কনে হাওয়ায়, শীতে আমার গা থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌ছে। ওরে, তোরা কে আছিস্, শীগ্গির্ ক'রে একখানা কম্বল দিয়ে যা। শীতে ম'লেম্!! (মোসাহেবগণ সকলেই ভয়ানক শীতের ভাব প্রকাশ করিলেন।)

হেমবিনোদ। ওহে, আর না, এখন গান ধর।

মোসাহেব।

গান।

সিন্ধুড়া—কাওয়ালি।

আজু মন বশ গয়ী রী।
সাবরকি সুরতিয়া প্যারী প্যারী,
সখিরি কা কহুঁ তোসে আপনে জীয়াকি
বিতী সগরী ও আহুকে বিন দেখে কলন পরত মোহে।
আহা করত তোরে, পৈঁয়া পরত হুঁ,
জো পিয়া আন, মিলেরি মো সোঁ,
হুঁ তো চেরী, সনদ ভয়ী তেরী॥

অপর মোসাহেব। তোমার এ হিন্দুস্থানী গান আমাদের ভাল লা'গল না। আমরা ওসব, সেঁইএঁা মেইএঁা কিছুই বুঝি নে। একটা বাঙ্গ্‌লা পিয়ারের গান গাও।

হেমবিনোদ। হ্যাঁ,—হ্যাঁ—একটা লপেট্‌ গোছের বাঙ্গ্‌লা গান ধর।

মোসাহেব।

গান।

সিন্ধুমিশ্র—কাওয়ালী।

হারে সখি! কে বলে ভালবাসা ভাল।
বিরহেতে জ্বলে প্রাণ, মিলনও যে হ'ল কাল।

ভাগ্যে যদি তারে দেখি, অমনি ফিরায় আঁখি,
চকিতে চপলা সম, দহে নয়ন কেবল।
তবুও অবোধ মন, অধীর হইল কেন,
প্রবোধ না মানে আর, তাঁরে হেরিতে পাগল।

অপর মোসাহেব। বহুতাচ্ছা ভাই,—বড় মিষ্টি গান শুনিয়েছ। আর একটী গাও।

মোসাহেব। আমার গান আর কি শুনবে? এইবার, বামা-কণ্ঠে সুমধুর সঙ্গীত শোন।

(দুই জন নর্ত্তকীর প্রবেশ)

নর্ত্তকীদ্বয়।

গান।

বেহাগ খাম্বাজ—ঠুংরি।

(সখি) এমন মধুর, জোছনা নিশিতে,
সে যদি গো কাছে রহিত,
বারেক অধরে, সুধা-হাসি হেসে,
স্নেহে আঁখি তুলে চাহিত;
তা হ'লে আমার, হৃদয় সরসে,
সুখের কমল কত ভাসিত,
পরাণ-পুতলি, নয়নেতে তুলি,
সুখের স্বপন জেগে উঠিত;

সে তনু পরশে, বিমল হরষে,
সুধীরে মলয় বায় বহিত,
সুধা বরিষণে, ভাসায়ে দুজনে,
নীরবে শশী সুধা ঢালিত।

(পুনরায় গান)

বেহাগ—আড়্খেমটা।

ওগো আমার সোণার ছবি ভেঙ্গে দি'ও না।
হৃদ্-মাঝারে আছে তোলা,
(ও তা) কেড়ে নিও না।
বড় সাধের ছবি আমার প্রাণের পুতলি,
আমি প্রেম-তুলি দিয়ে তারে ক'রেছি তুলি,
কেবল চোখের দেখা দেখে সুখী,
(ও তায়) নিদয় হ'য়ে বাদ সেধো না।
(ওগো) তোমরা সবাই ধনী মানী, ছবির নাই গোণা,
আমি বড়ই কাঙ্গালিনী, আমার সবে এই খানা,
ও তায় ভেঙ্গে ফেলে, চোখের জলে,
আর আমারে ভাসা'ও না।

(পুনরায় গান)

খাম্বাজ—আড়্খেমটা।

সখি! আবার কিরে বসন্ত এল।
কেন এত ফুট্‌ল কুসুম, সৌরভে প্রাণ্ আকুল হ'ল।
কুহু তানে কোকিল-বঁধু, ঢাল্‌ছে যেন প্রাণে মধু,
(ও তায়) বঁধুর কথা প'ড়ছে মনে, হৃদে যেন বেঁধে শেল।
মলয়ের সমীরণ, বহিতেছে অনুক্ষণ,
দহিল বিরহী জন, জ্বালায়ে দ্বিগুণানল॥

(পুনরায় গান।)

(কীর্ত্তনের সুর)

(সখি) কেবা নিতি নিতি, বাজা'ত বাঁশীটী,
শুনি নাই, ছিনু আনমনে,
কেবা রেখেছিল, মালাটী দুয়ারে,
পরি নি গলায়, অযতনে।
কার ছায়া পড়ে, বিজন কুটীরে,
নীরব নিঝুম সাঁঝের ছায়,
কার আঁখি ঝরে, ধারার মতন্,
কিবা চাহে তারে নাহিক পায়।
হেন ভাবে কত, বসন্ত শরত,
নীরবে আইল হইল গত,

কতবা মল্লিকা, চম্পক চামেলি,
পারুল বকুল ফুটিল কত।
এইরূপে গত, হ'ল কত দিন,
(আজি) চমকি উঠিনু স্বপনে,
দেখি নাহি মালা, নাহি বংশীধ্বনি,
ডাকে না কোকিল গহনে।
তাই ব'সে আছি, একেলা হেথায়,
রহিয়াছি চেয়ে পথপানে,
বাজা'তে বাঁশীটী, যদি প্রিয়তম,
আসে ফিরে চায় নয়ন কোণে।

হেমবিনোদ। এখন বাইজিদের ধরণে, ব'সে ব'সে দুখানা গান গাও। আমরা শুনে সুখী হই। কিন্তু বাঙ্গলা গান শোনাতে হ'বে।

নর্ত্তকীদ্বয়। (উপবেশন করিয়া)

গান ৭

খাম্বাজ—ঢিমে কাওয়ালী।

বল কে তুমি, নবীন রতন্ এ বিজনে।
বিনোদ বিহগ তুমি, প্রণয় বনে,
বিমোহিলে চিত মম সুধা বরিষণে।
(ও গো) দয়া করি কর যদি আমারে গ্রহণ,
প্রেমাধীনী চিরদিন সেবিবে চরণ,

ভুলেছে তব রূপে নয়ন মন,
এস এস হৃদি-নিধি, (তোমায়) রাখি সযতনে।

(পুনরায় গান)

সিন্ধু—ঢিমে কাওয়ালী।

কালো কোকিলতানে, প্রাণে হানে শর।
চিত চঞ্চল, ব্যাকুল,—ধাইল অলিকুল,
ঢলি ঢলি পড়ে, ভ্রমে, চুমে কুসুম-অধর।
কু—ঞ্জে কু—ঞ্জে কত ফুল দল ফুটিল,
মলয় সমীরে মধু পরিমল ছুটিল,
এমন সুখের নিশি, না হেরিনু কালশশী,
কুহুতানে বিষ মাখা, বিষে প্রাণ জর জর।

(পটক্ষেপণ)



চতুর্থ অঙ্ক।

(প্রথম গর্ভাঙ্ক)

(নীলমাধবের শয়নকক্ষ। নীলমাধব, ক্ষীরোদা ও সুশীলা)

নীলমাধব। দয়াময় হরির কৃপায় সকল বিপদ হ'তেই উদ্ধার হ'য়েছি। তাঁর দয়ায়, সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র ছেলের হাতে, আমার সুশীলাকে সমর্পণ ক'রেছি। উপনয়ন গ্রহণ ক'রেছি ব'লে, একটী টাকাও নগদ দিতে হয় নি। উপনয়ন না নিলে, কখনই এ কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার হ'তে পারতেম্ না। Derby Sweepএ যে দশ হাজার টাক পেয়েছি, তা থেকে বন্ধকদারের দেনা দু হাজার টাকা শোধ ক'রে ফেলেছি। শ্রীহরির দয়ায়, আমার জীবন-আকাশের নিবিড় মেঘ সকলি অন্তর্হিত হ'য়েছে; এখন সৌভাগ্য-রবির নির্ম্মল কিরণে জীবন উদ্ভাসিত হ'ল। সে জন্য শ্রীহরির পদপ্রান্তে আমি চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ।

ক্ষীরোদা। আমি তোমাকে আগেই ব'লেছি, আমার সুশীলার বিয়ে অতি শীগ্গিরই ভাল ঘরে ও ভাল বরে হ'বে। তুমি তখন আমার কথা বিশ্বাস কর নি। মনের দুঃখে আত্মঘাতী হ'তে যাচ্ছিলে। এখন দেখ্‌লে তো, আমার কথা ঠিক হ'ল কি না। এখন দেনাও শোধ হ'য়ে গেল,

মেয়ের বিয়েও হ'য়ে গেল। তোমার পদে যদি আমার অচলা ভক্তি থাকে, আমার কোন কথাই মিছে হবে না।

নীলমাধব। তুমি যা ব'ললে, সবই সত্য। কিন্তু, একটা বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখ্‌বে। মনে রেখো, আমি পৈতে না নিলে, কখনই আমার মেয়ের বিয়ে হ'ত না। আমার বেয়াই মহাশয় ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ ক'রেছেন ব'লেই, ক্ষত্রিয়ের মত মহত্ব দেখিয়ে, টাকার দাবি একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। এখন আমার বেশ্ বোধ হ'চ্ছে, কায়স্থ-সমাজে যিনি আমার মত কন্যাদায়ে ভয়ানক বিব্রত হবেন, তিনি উপনয়ন গ্রহণ ক'রলেই, সহজে কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার হ'তে পারবেন। কায়স্থগণ সকলেই উপনয়ন গ্রহণ ক'রলে, কায়স্থ-সমাজের সকল পাপ ও ব্যাধি দূরীভূত হবে, তাতে আর সন্দেহ নাই।

ক্ষীরোদা। মাস কত আগে, তোমার কথার ভাবে বুঝেছিলেম্, পৈতে নিতে তোমার ইচ্ছা নাই। কিন্তু, ঈশ্বরের কি কৌশল, একবার দেখ। যিনি পৈতের এত বিদ্বেষী ছিলেন, তিনিই স্ব ইচ্ছায় পৈতে নিলেন, ও সেই পৈতে নিয়েই কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার হ'লেন। এখন এস, তোমার নতুন্ জামাইয়ের বন্ধুগণ তোমার মেয়েকে কি কি উপহার দিয়েছেন, একবার দে'খ্‌বে এস।

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক।

(দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

[কাশী। দশাশ্বমেধ ঘাট। শ্যামনীরদ উপবিষ্ট]

শ্যামনীরদ। (স্বগত) নিজের দেশ, নিজের বাড়ী ঘর, সবই ছেড়ে এসেছি। পিতার স্নেহ, জননীর স্নেহ, ভাই ভগিনীদের ভালবাসা,—স্নেহের বন্ধন যা কিছু ছিল, সকলই কাটিয়েছি। মায়া মমতা সকলই বিসর্জ্জন দিয়েছি। আর, স্বদেশে ফিরে যাব না। দেশের লোকের মুখ আর দেখ্‌ব না। যত দিন বাঁচি, কেবল ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিভ্রমণ ক'রে কাটাব। মায়া মমতা বিসর্জ্জন দিয়েছি ভাব্‌ছিলেম্‌,—কিন্তু এ কথা কি সত্য? আমার বোধহয় সকল মায়া বিসর্জ্জন দিতে পারি নাই। একজনের কথা মনে হ'লেই, যেন হৃদয়ে আগুণ জ্বলে উঠ্‌ছে। সেই কনক-প্রতিমা নীলাময়ীর কথা আর এ জীবনে ভুল্‌ব না। যখন হৃদয়ের দিকে চাই,—দেখি সেই হৃদয়রাণী হৃদয় আলো ক'রে ব'সে র'য়েছে। না—আর তার কথা ভাবা উচিত নয়। হয় তো সে এতদিন আর একজনের পরিণীতা স্ত্রী হ'য়েছে। হয় তো আমার কথা সে একেবারেই ভুলে গিয়েছে। তাকে পাবার যে আর কোন আশা নাই,

তবু এমন হয় কেন? তার কথা ভাব্‌তেই, যেন কোনও অভিনব সৌরভে হৃদয় ভ'রে যায় কেন? আ'জ পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীর জলকল্লোলে, ধীর সমীরণে, বীচি-বিক্ষোভিত বারিরাশিতে, কেবল নীলাময়ীর স্মৃতিই মনে জেগে উঠ্‌ছে। তার অদর্শনে এই অপূর্ব্ব শোভা-ময়ী বারানসী নগরী, আমার আনন্দ বর্দ্ধন না ক'রে, নিরন্তর আমাকে দগ্ধ ক'রছে। (কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) থাক্, আর ও সব কথা ভাব্‌ব না। বাসা থেকে যে খবরের কাগজ খানা এনেছি, তাই একটু পড়ি।

(পকেট্ হইতে খবরের কাগজ বাহির করিয়া পাঠ।)

(সবিস্ময়ে) একি! বাবা যে আমার নিরুদ্দেশে দুঃখিত হ'য়ে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। একবার এইটী ভাল ক'রে পড়ি।

পাঠ।

"শ্রীমান শ্যামনীরদ বসু—প্রাণাধিক্, তুমি নিরুদ্দেশ হওয়ায় আমাদের কি দশা হইয়াছে, স্বচক্ষে আসিয়া দেখিয়া যাও। তোমার গর্ভধারিণী শোকে পাগলিনী প্রায় হইয়াছেন। তোমার ভগিনীগণ নিরন্তর অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতেছেন। তুমি শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবে। তুমি আসিলেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কায়স্থপণ্ডিতগণ মধ্যে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে বিচার করাইব। যদি বিচারে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হয়, আমরা

সকলেই উপনয়ন গ্রহণ করিব। তুমি অবিলম্বে ফিরিয়া আসিবে। বিলম্ব হইলে তোমার গর্ভধারিণীর প্রাণ সংশয় নিশ্চয় জানিবে।"

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বসু।

(সাহ্লাদে) হৃদয়! আশ্বস্ত হও। দয়াময় হরির কৃপায়, নীলাময়ী রত্ন লাভ ক'রতে পারব, এখন আশা হ'য়েছে। কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে, পিতা বিচার করাবেন। সে তো ভাল কথা। বিচারে নিশ্চয়ই কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হ'বে। আমি আর বিলম্ব ক'রব না। আজকার রাত্রির ট্রেণেই কলিকাতা গিয়ে, পিতা মাতার চরণ দর্শন ক'রব।

প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

(তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)

(কলিকাতা। মৃত্যুঞ্জয় বাবুর বাটী। বিচার-সভা।)

(মৃত্যুঞ্জয় বাবু ও তাঁহার পুত্র শ্যামনীরদ)

মৃত্যুঞ্জয়। নীরদ! আর উতলা হ'য়ো না। আজ আমাদের বাড়ীতে, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পণ্ডিতগণের বিচার সভা ব'সবে। মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পণ্ডিতগণ সমবেত হবেন। যদি বিচারে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হয়, তুমি অনায়াসে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ ক'রতে পারবে। আমি তাতে বাধা দেব না।

শ্যামনীরদ। আমি জোর ক'রে পৈতে নিতে চাইনে। যদি পৈতে নেওয়া শাস্ত্রসম্মত হয়, তবেই নেব। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কেবল বিদ্বেষ বশতঃই আমাদের পৈতের বিরোধী হ'য়েছেন, এই আমার দুঃখ। যদি বিচারে তাঁরা আমাদের পরাজয় ক'রতে পারেন, তবে আমরা কখনই পৈতে নেব না।

মৃত্যুঞ্জয়। তোমার সে দুঃখ আ'জ দূর হবে। আ'জ বিচারে সকল বিষয়ের মীমাংসা হবে। যদি বিচারে ব্রাহ্মণগণ পরাস্ত হ'ন, তবে তাঁরা আর আমাদের পৈতেয় আপত্তি ক'রতে পারবেন না।

(ছদ্মবেশী বৃহস্পতি সহ কয়েকজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও কয়েকজন কায়স্থ পণ্ডিতের প্রবেশ।)

মৃত্যুঞ্জয়। আসুন, আসুন, আস্‌তে আজ্ঞা হউক। আজ আমার পরম সৌভাগ্য। দেশপূজ্য গণ্য মান্য মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পণ্ডিতগণ আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। তাঁদের পায়ের ধুলোতে আমার বাড়ী পবিত্র হ'ল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে প্রণাম করি। কায়স্থ পণ্ডিতগণকে নমস্কার করি।

[ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের পৃথক আসনে উপবেশন। কায়স্থ পণ্ডিতগণের পৃথক আসনে উপবেশন।]

বয়োজ্যেষ্ঠ কায়স্থ পণ্ডিত। আপনাদের চরণে আমরা প্রণাম করি। এক্ষণে বিচার আরম্ভ হউক।

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। জয়স্তু। আপনারা আমাদের বিচারে আহ্বান ক'রেছেন। আমরাও বিচারে প্রস্তুত; কিন্তু উপযুক্ত মধ্যস্থ না রাখ্‌লে কখনও বিচার হয় না। আ'জকাল তর্কে পরাস্ত হ'য়েও, কেউ পরাজয় স্বীকার করেন না। (বৃহস্পতিকে দেখাইয়া) দ্রাবিড় দেশ থেকে, ইনি সম্প্রতি বঙ্গদেশে এসেছেন। এঁর নাম পণ্ডিত দেবব্রত শাস্ত্রী। এঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে আমরা দেখেছি, ইনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও শাস্ত্রবেত্তা। এমন অসাধারণ পণ্ডিত বঙ্গদেশে কেন, বোধহয় সমস্ত

পৃথিবীতে আর নাই। আমরা এঁকেই মধ্যস্থ মানি। আপনারা কি রাজি আছেন ?

কায়স্থ পণ্ডিতগণ। (একস্বরে) আমরাও একবাক্যে এঁকেই মধ্যস্থ মানি। এখন বিচারে প্রবৃত্ত হউন।

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণপণ্ডিত। তথাস্তু। প্রথমতঃ, অভিধানের কথা বলি। আপনারা নিজকৃত "শব্দকল্পদ্রুম" অভিধানে শূদ্রত্ব স্বীকার ক'রেছেন। 'মেদিনী'তে কায়স্থকে 'করণ' বলা হ'য়েছে। 'হেমচন্দ্র' বলেন—কায়স্থ কূটকৃৎ অর্থাৎ কৃত্রিমকারী। এ সব প্রমাণ বিদ্যমানে, আপনারা কিরূপে বলেন যে আপনারা ক্ষত্রিয়বর্ণ ?

বয়োজ্যেষ্ঠ কায়স্থপণ্ডিত। আপনারা যা ব'ল্লেন সকলি সত্য। কিন্তু আমরা বলি,—অভিধান কখনই শাস্ত্রগ্রন্থ নয়। অভিধানে অভিধানকর্ত্তা তাঁর নিজের মতই লিপিবদ্ধ ক'রেছেন। 'শব্দকল্পদ্রুম', 'মেদিনী' ও 'হেমচন্দ্র' যেমন আমাদের বিরুদ্ধ,—তেমনি আবার 'অমরকোষ', 'বাচস্পত্যভিধান' ও 'বিশ্বকোষ' আমাদের অনুকূলে। অমরকোষে 'কায়স্থ' শব্দ নাই বটে, কিন্তু লিপিকার ও লেখককে ক্ষত্রিয়বর্গে রাখা হ'য়েছে। ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় তাঁর প্রসিদ্ধ অভিধানে 'কায়স্থ'কে ক্ষত্রিয়বর্ণ লিখেছেন ও যথেষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত ক'রেছেন। 'বিশ্বকোষ' নামক প্রসিদ্ধ অভিধানে 'কায়স্থকে' ক্ষত্রিয়-

বর্ণ বলা হ'য়েছে ও তার যথেষ্ট প্রমাণ দেখানো হ'য়েছে।

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণপণ্ডিত। "বিশ্বকোষ" আপনারাই লিখেছেন, সুতরাং তা কখনই পক্ষপাতশূন্য নয়। কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার প্রমাণ আপনাদের অনুকূলে গ্রহণ ক'রবেন না। অমরকোষে "কায়স্থ" শব্দ নাই; লিপিকারকে ক্ষত্রিয় ব'ল্লে, আপনাদের কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ হয় না। বাচস্পত্যভিধানে, ক্ষত্রিয় ব'লেছে বটে, কিন্তু আপনাদের নিজের শব্দকল্পদ্রুমে শূদ্রত্ব স্বীকার ক'রেছেন। শব্দকল্পদ্রুম যে সব পণ্ডিতগণ লিখেছেন, তাঁরাও পাণ্ডিত্যে স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় অপেক্ষা কম নন।

ছদ্মবেশী বৃহস্পতি। আপনারা এ সব তর্ক ছাড়ুন। অভিধান শাস্ত্র গ্রন্থ নয়, সুতরাং অভিধান নিয়ে ক্ষত্রিয়ত্বের বিচার চলে না। এখন শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি আছে, তারই বিচার করুন।

বয়োজ্যেষ্ঠ কায়স্থ পণ্ডিত। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড, ভবিষ্যপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও গরুড়পুরাণে ক্ষত্রিয়ত্বের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এই সকল পুরাণে দেখ্‌তে পাওয়া যায়,—কায়স্থজাতি চিত্রগুপ্তদেবের সন্তান। সকলেই মসিজীবী ক্ষত্রিয়। পদ্মপুরাণের কায়স্থোৎপত্তি অধ্যায় বঙ্গদেশের প্রচলিত পুরাণে নাই বটে, কিন্তু উত্তর

পশ্চিমাঞ্চলে খুব প্রচলিত। এই অধ্যায় কি ভাবে আমাদের বঙ্গদেশ হ'তে লুপ্ত হ'ল, আমরা নির্ণয় ক'রতে

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। যে সব পুরাণের নাম ক'রলেন, সমস্তই আপনাদের অনুকূলে তা স্বীকার করি। কিন্তু পদ্মপুরাণের কায়স্থোৎপত্তি আমরা উৎক্ষিপ্ত ক'রেছি, তার প্রমাণ কি? পশ্চিমদেশবাসী কায়স্থগণও তা স্বার্থ সাধনের জন্য, প্রক্ষেপ ক'রতে পারেন?

ছদ্মবেশী বৃহস্পতি। পদ্মপুরাণের কায়স্থোৎপত্তি নামক স্বতন্ত্র অংশ প্রক্ষিপ্ত নয়। আমি তা সম্যকরূপে জ্ঞাত আছি। এক্ষণে, কায়স্থ পণ্ডিতগণের প্রদর্শিত প্রমাণের বিরুদ্ধে আপনাদের কি প্রমাণ আছে বলুন।

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। বায়ুপুরাণে যা আছে, তা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের বিরুদ্ধ। বায়ুপুরাণের দ্বারা কায়স্থের শূদ্রত্বই প্রতিপন্ন হয়। তারপর, ব্যাস-সংহিতাতে যা লিখিত আছে, তাতে কায়স্থেরা "অন্ত্যজ" ব'লেই ধারণা হয়। ঔশনস-ধর্ম্মশাস্ত্রে, কায়স্থকে অত্যন্ত ঘৃণিত জাতি ব'লে বর্ণনা করা হ'য়েছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে জন্মখণ্ডে লিখিত আছে যে, কায়স্থেরা যখন মাতৃগর্ভে থাকে, তখন যে তারা জননীর মাংস ছিঁড়ে খায় না, সে কেবল দন্তের অভাবে। কমলাকর ভট্টের শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বে, তিনি কায়স্থকে শূদ্র ব'লেছেন। যাজ্ঞবল্ক সংহিতায় আছে

যে, কায়স্থেরা অত্যন্ত মায়াবী ও দুর্নিবার। রাজা প্রজাগণকে কায়স্থগণের উৎপীড়ন হ'তে সতত রক্ষা করুন। রঘুনন্দন তাঁর উদ্বাহতত্ত্বে কায়স্থকে সৎশূদ্র ব'লেছেন। এ সকল বিরুদ্ধ প্রমাণ সত্ত্বেও কি আপনারা ব'লতে চান, কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ ?

বয়োজ্যেষ্ঠ কায়স্থ পণ্ডিত। ব্যাস-সংহিতার কথা আপনারা যা ব'ললেন, তা ঠিক নয়। বঙ্গদেশের প্রচলিত ব্যাস-সংহিতা অশুদ্ধ; এসিয়াটিক্ সোসাইটির ব্যাস-সংহিতাই শুদ্ধ ব'লে মান্‌তে হবে। তাতে কায়স্থের কথার উল্লেখ নাই। ঔশনসধর্ম্মশাস্ত্র কোন আধুনিক জাতি বিদ্বেষীর দ্বারা রচিত হ'য়েছে; আর, এতে অনেক কথা আছে যা মনু-স্মৃতির বিরুদ্ধ। যে স্মৃতিতে মনুসংহিতার বিরুদ্ধ উক্তি আছে, হিন্দুশাস্ত্রে সে স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ আমাদের কিছু বিরুদ্ধ স্বীকার করি, কিন্তু এই গ্রন্থের দ্বারা আমাদের শূদ্রত্ব প্রমাণিত হয় না। কমলাকর ভট্ট তাঁর শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বে কায়স্থকে শূদ্র ব'লেছেন বটে, কিন্তু গাগা ভট্ট আবার তাঁর স্মৃতি গ্রন্থে কায়স্থকে ক্ষত্রিয়বর্ণ ব'লেছেন। আর যাজ্ঞবল্ক সংহিতায় যা লেখা আছে, তাও আমাদের ক্ষত্রিয়ত্বের অনুকূলে; এই স্মৃতিগ্রন্থে লিখিত আছে যে, কায়স্থেরা রাজসভায় ব'সে লেখকের কাজ ক'রতেন। কায়স্থেরা শূদ্র হ'লে কখনই রাজসভায় এই উচ্চপদ

লাভ ক'র্‌তে সমর্থ হ'তেন না। রঘুনন্দন নব্য স্মৃতিকার; তাঁর মতামতের বিশেষ কিছু মূল্য আছে ব'লে আমরা স্বীকার করি না। এখন নিরপেক্ষ শাস্ত্রী মহাশয় বিচার ক'রে বলুন, কায়স্থজাতি কোন্ বর্ণের অন্তর্গত।

ছদ্মবেশী বৃহস্পতি। আপনাদের উভয় পক্ষের তর্ক বিতর্ক ধীর ভাবে বিচার ক'রলেম্। কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের বিরুদ্ধ প্রমাণ হিন্দুশাস্ত্রে সামান্য কিছু আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ প্রমাণই ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতিপাদক। অতএব আমার এই মত, বঙ্গদেশের কায়স্থজাতি মসিজীবী ক্ষত্রিয়; তাঁরা সকলেই যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত ক'রে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ ক'রতে পারেন। এক্ষণে সভা ভঙ্গ হউক।

পটক্ষেপণ।

পঞ্চম অঙ্ক।

(প্রথম গর্ভাঙ্ক)

(হেমবিনোদের শয়ন কক্ষ। হেমবিনোদ ও তাঁহার স্ত্রী হিরণ্ময়ী)

হিরণ্ময়ী। ঠাকুরপো বাড়ী ফিরে আসাতে, আমাদের সকলের দেহে প্রাণ এসেছে। এখন উনি যার জন্য দেশত্যাগী হ'য়েছিলেন, তার সঙ্গে ওঁর শুভ মিলন করে দাও। তুমি তো জান, উনি নীলাময়ীকে প্রাণতুল্য ভালবাসেন। নীলাময়ীর সঙ্গে বিবাহ হ'বে, সেই আশাতেই বাড়ী ফিরে এসেছেন। তা না হ'লে কখনই আস্‌তেন না। তোমরা দু ভাই এখন উপনয়ন নিয়েছ, বাবাও উপনয়ন নিয়েছেন,—নীলার সঙ্গে ঠাকুরপোর বিবাহ হ'তে আর কোন বাধা নাই। এখন একটা শুভ দিন দেখে তোমার ভাইয়ের বিয়ে দাও। আমরা নতুন বৌ দেখে সুখী হই।

হেমবিনোদ। ছেলেবেলা থেকেই নীরদের সঙ্গে নীলাময়ীর ভালবাসা হ'য়েছে, তা আমি জানি। বাবা এতদিন উপনয়নের উপর বড় চটা ছিলেন ব'লেই, বিবাহ হয় নি। এখন ওদের দুই জনের মিলন হ'তে আর কোন প্রতিবন্ধক হবে না। তুমি শুনে সুখী হবে, কা'লকে বাবা

ব'লেছেন, এই ফাল্গুন মাস মধ্যেই বিবাহ দেবেন। কথা-বার্ত্তা সব স্থির হ'য়েছে। বড়ই আহ্লাদিত হ'য়ে, নীলাময়ীর পিতামাতা এ বিবাহে সম্মত হ'য়েছেন।

হিরণ্ময়ী। তাঁরা খুসী হ'য়ে বিয়ে দেবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ঠাকুরপোর মতন্ ছেলে আ'জকাল আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। যেমন রূপে, তেম্‌নি বিদ্যায়। ওঁর সবই ভাল,—কেবল একটী দোষ এই যে, থিয়েটারে বেড়ানো রোগটা বড় বেশী। তা যখন তোমার ভাই, তখন না হবে কেন ? তবু ভাল, যে থিয়েটার পর্য্যন্ত উঠেছেন, তার ওপরে আর ওঠেন নি।

হেমবিনোদ। হিরণ্,—উপহাস ক'রে আমাকে আর লজ্জা দিও না। এখন দেখ্‌তেই পা'চ্ছ, উপনয়ন নেওয়া অবধি, বদ্‌খেয়াল যা ছিল, সবই ছেড়ে দিয়েছি। বাগানে আর যাইনে। এখন মদ স্পর্শও করিনে। নিয়ম মত সন্ধ্যা, আহ্নিক ও গায়ত্রী জপ্ ক'রছি।

হিরণ্ময়ী। আমার বড় ভাগ্যি, যে তুমি এখন সম্পূর্ণ সুধ্‌রে গিয়েছ। এখন দেখ্‌তেই পাচ্ছি, তুমি আর সে তুমি নও। তোমার মুখে মদের গন্ধ আর পাইনে। এখন মোসাহেবরা ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদেও তোমার দেখা পায় না। বাড়ীর বাইরে থেকেই সব ফিরে যায়। একটা খুব বড় শিকার হাতছাড়া হ'য়ে গেল ব'লে— সোনাগাছির বেশ্যাদের বোধ হয় মাথায় বাজ প'ড়েছে।

এখন নারায়ণের কাছে প্রার্থনা করি,—তোমার এখনকার এই ভাব যেন চিরদিন থাকে।

হেমবিনোদ। আমি নিশ্চয় ক'রে তোমাকে বল্‌ছি, তা অবশ্যই থাক্‌বে। উপনয়ন নিলে যে মনের এমন পরিবর্ত্তন হয়, তা আমি আগে জানতেম্ না। এতকাল উপনয়নের কথা নিয়ে কত উপহাস ক'রেছি। একটা সুতো গলায় দিলে কোন ফল নাই,—এ কথা বন্ধু বান্ধবদের কাছে কতবার ব'লেছি। কিন্তু এখন আমার পরিবর্ত্তন দেখে আমিই আশ্চর্য্য বোধ কচ্ছি। উপনয়ন নেওয়া অবধি মনে কেমন একটা পবিত্র ভাব এসেছে। মদ দেখ্‌লেই মনে ভয়ানক ঘৃণার উদ্রেক হয়। বাগানে গিয়ে বেশ্যাদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদ কর্‌বার কথা ভাবলেই মনে হয় যে, পৈতের অপমান করা হ'ল। সন্ধ্যা আহ্নিক ও গায়ত্রী জপের সময় হ'লেই মন কেমন অস্থির হ'য়ে ওঠে। সন্ধ্যা আহ্নিক শেষ হ'লে, তবে শান্তি বোধ হয়। ধর্ম্মানুষ্ঠানের এমন সহায়, পরম উপকারী পৈতেকে যাঁরা উপহাস করেন,—তাঁরা বড়ই ভ্রান্ত। আমি তোমাকে নিশ্চয় বল্‌ছি,—কায়স্থসমাজে যদি আমার মত কেউ থাকেন,—তিনি একবার পৈতের উপকারিতা পরীক্ষা ক'রে দেখুন। তিনি নিশ্চয়ই সুধ্‌রে যাবেন।

হিরণ্ময়ী। তোমার কথা শুনে যে কতটা সুখী হ'লেম, তা মুখে প্রকাশ ক'রতে পারিনে। নারায়ণ করুন, চিরদিন

তোমার ধর্ম্মে মতি থাকুক। এখন সন্ধ্যা হ'য়েছে, সন্ধ্যা ক'রবে চল। তোমার সন্ধ্যার আয়োজন ক'রে দি।

(উভয়ের প্রস্থান)



পঞ্চম অঙ্ক।

(দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

অন্তঃপুর।

বিবাহ সভা।

[শ্যামনীরদ (বর), হেমবিনোদ (বরের বড়ভাই), নীলাময়ী (নববধূ), পুরোহিত ও অন্যান্য আত্মীয়গণ)]

পুরোহিত। (বরকে সম্বোধন করিয়া) আমি যা' বলি, তাই বল। বল,—"ফাল্গুনে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশ্যান্তিথৌ—গুরুবাসরে গৌতমগোত্রস্য শ্রীশ্যামনীরদ বসু দাসস্য—।"

হেমবিনোদ। (বাধা দিয়া) পুরুত ঠাকুর,—আপনি কি জানেন না, যে বর শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্ত ক'রে উপনয়ন গ্রহণ ক'রেছেন, ও কন্যাপক্ষও উপবীতী। অতএব "দাস" শব্দ, বর কখনই উচ্চারণ করবেন না। আপনি "দেববর্ম্মণঃ" ব'লে মন্ত্র পাঠ করুন।

পুরোহিত। (একটু রাগের স্বরে) "দেববর্ম্মণঃ" ব'লে আমি কিছুতেই মন্ত্র পড়াব না। কায়স্থজাতি চিরকালই শূদ্র, আমি চিরকালই তাদের বিবাহে "দাস" শব্দ উচ্চারণ ক'রে মন্ত্র পাঠ ক'রেছি। আজকার এ বিবাহেও আমি "দাস" শব্দ উচ্চারণ ক'রব।

হেমবিনোদ। এ আপনার বড় চমৎকার কথা! এই সে দিন আমাদের বাড়ীতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের ও কায়স্থপণ্ডিত-

গণের মধ্যে বিচার হ'য়ে, কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব অবধারিত হ'য়েছে। আপনি কি সে সব খবর কিছুই রাখেন না? বিচারে পরাস্ত হয়ে ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা যখন আমাদের ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার ক'রেছেন, তখন আপনার কি শূদ্র মন্ত্র পাঠ করা ভাল হয়? সে দিনকার বিচার সভায় যে সব ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই নিমন্ত্রিত হ'য়েছেন ও বাইরের ঘরে ব'সে আছেন। যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তাঁদের এখানে ডেকে এনে, আপনার সাক্ষাতে সকল কথা প্রমাণ কর্‌তে পারি।

পুরোহিত। (স্বগত) এ যে দেখ্‌ছি, আচ্ছা ফ্যাশাদ্‌ হ'য়ে উঠ্‌লো! আমার কৌশল যে এখন সকলই বিফল হয়। ভেবেছিলেম, একটা ফ্যাক্‌ড়া বের করে দক্ষিণার মাত্রা কিছু বেশী ক'রে ফেল্‌ব। তা বুঝি আর হয় না। আর উপায় নাই, এখন "দেববর্ম্মা" ব'লেই মন্ত্রপাঠ ক'রতে হবে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের এখানে আর ডেকে কাজ নাই,—আমি "দেববর্ম্মা" বলেই মন্ত্রপাঠ ক'চ্ছি। আমি পুরোহিত,—তোমরা "দেববর্ম্মাই" বল আর "দাসই" বল,—তাতে আমার কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। বল,—মন্ত্র বল। "ফাল্গুনে মাসি ত্রয়োদশ্যান্তিথৌ গুরুবাসরে গৌতমগোত্রস্য শ্রীশ্যামনীরদ বসু দেববর্ম্মণঃ, শ্রীমতী নীলাময়ী দেব্যা সহ শুভ পরিণয়ং।"

(বরের সেইরূপ মন্ত্রপাঠ ও নেপথ্যে হুলুধ্বনি)

(কন্যাকে সম্বোধন করিয়া) বল মা,—তুমিও মনে মনে বল,—"ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসম্"—ধ্রুবতারা যেমন অচল, তেমনি আমিও পতিকুলে অচলা হয়ে থাক্‌ব।

"শ্রীমত্যা মিলিতঃ শ্রীমান্ নীরদশ্চন্দ্রভূষণঃ।
শিবো বিজয়তাং নিত্যং শিবয়া হেমনীলয়া ॥"•

(নেপথ্যে হুলুধ্বনি ও বিবাহ)



পঞ্চম অঙ্ক।

(তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)

[বিবাহের বাসর-ঘর]

[শ্যামনীরদ (বর), নীলাময়ী (নববধূ), নিতম্বিনী, শরৎলক্ষ্মী, মানদাসুন্দরী ও আরও কয়েকজন এয়ো উপবিষ্ট।]

নিতম্বিনী। ওহে নতুন বর! আ'জ এই সুখের বাসর-ঘরে তোমাকে নিয়ে আমরা সবাই রাত জা'গ্‌তে এসেছি। সুধু আমোদ আহ্লাদে আ'জ্‌কের রাত কাটাব। আ'জ নতুন বর ও নতুন বৌয়ের মুখ দেখে, আমাদের সুখের সাগরে ঢেউ খেল্‌ছে। আমরা আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হও, ও তোমার গিন্নী চিরজীবী হউন। তোমরা চিরকাল প্রণয়ে আবদ্ধ থেকে, সুখে ঘর সংসার কর। যেমন ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ ক'রেছ, তেমনি ক্ষত্রিয়ের মত তোমার চরিত্র, সাহস ও মনের বল হউক। এখন থেকে ক্ষত্রিয়ের মত আচার নিষ্ঠা পালন কর। তোমার জীবন-কুঞ্জে আ'জ যে নবমল্লিকা ফুলটী ফুটে উঠ্‌লো, তার সৌরভে বিভোর হ'য়ে, যেন রীতিমত সন্ধ্যা আহ্নিক ও গায়ত্রী জপে অবহেলা ক'রো না। আমরা যে রত্নটী আ'জ তোমার হাতে তুলে দিলেম্, সে যেন যথার্থ সহধর্ম্মিণী হ'য়ে তোমার ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের সহায়তা করে।

শ্যামনীরদ। আপনাদের স্নেহাশীর্ব্বাদে আমি অত্যন্ত প্রীত হ'লেম। আ'জ এই বাসর-ঘরে আপনাদের সকলকে দেখে, আমি অপূর্ব্ব সুখ অনুভব ক'চ্ছি। বোধহয় জীবনে কখনও এ হেন সুখের রসাস্বাদ করিনি। আপনাদের সুমিষ্ট কথা শুনে, আমার হৃদয় শীতল হ'ল। ইচ্ছা হয়, জীবনে আপনাদের সঙ্গ কখনও ছাড়্‌ব না। চিরকাল আপনাদের নিয়ে থাক্‌ব।

শরৎলক্ষ্মী। শোন দিদি,—নতুন বর কি বলে শোন। যাঁকে বিয়ে ক'রেছেন, সুধু তাঁকে নিয়ে উনি সুখী নন্। কেবল তাঁরে নিয়ে ওঁর মন উঠ্‌ছে না। এ ঘরে যে ক'টি আছে, সব ক'টিকেই চাই। বেশ্ রসিক পুরুষ ব'লে বোধ হ'চ্ছে। এ হেন রসিক সুজনকে দুটো একটা কানমলা না দিলে ভাল হয় না। চিরকাল আমাদের নিয়ে থাক্‌লে কি রকম সুখ হবে, তার একটু নমুনা দেখানো যা'ক্। (ঈষৎ কানমলা)

শ্যামনীরদ। উঃ ছাড়ুন্, ছাড়ুন্—আমার কান ব্যথা হ'য়ে গেল। সুন্দরী রমণীর কোমল কর-পল্লবে, এমন কাঁটা আছে, তা আগে জান্‌তেম না। আ'জ কমলবনে কমল তুল্‌তে এসে, প্রথমেই কণ্টকের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হ'লেম্। এমন কাঁটার দংশন যাতনা স'য়ে যে কমল তুল্লেম্, সেও আবার চোখ বুঁজে রইল, মুখ তুলে চাইল না।

মানদা। শুন্‌লে দিদি,—ওঁর বৌটী হ'ল কমল, আর সেই কমল তুল্‌তে এসে আমাদের হাতের কাঁটা ওঁর গায়ে ফুট্‌ল। নিজের গিন্নিটী হ'ল কমল; আর আমরা হ'লেম সব কাঁটা। আবার দুঃখ ক'রে ব'লছেন, এত কষ্ট ক'রে যে কমল তুল্‌লেম, সে কমল আমার দিকে মুখ তু'লে চায় না। আচ্ছা ভাই,—তুমি কি লেখাপড়া কিছু শেখনি? জাননা যে, রাত্রিকালে কমল কখনও প্রস্ফুটিত হয় না।

শ্যামনীরদ। সরোবরের কমলের পক্ষে সেই নিয়ম আছে বটে, কিন্তু অন্য কমলের পক্ষে নয়। বিধাতা আপনাদের রমণীজাতিকে এক শ্রেণীর কমল ক'রে সৃজন ক'রেছেন, সে কমল রাত্রিকালেই প্রস্ফুটিত হয়। দিনের বেলায় তাঁরা মুদিত হ'য়ে থাকেন। রজনীতেই সে কমলের শোভা দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

মানদা। (মৃদু হাসিয়া) একথা যা ব'লেছ, তা কতকটা সত্য। কিন্তু তোমার দুঃখটা কি আমরা জান্‌তে পারলে, সে দুঃখ দূর ক'রতে পারি। যদি দেখ্‌তে চাও, একবার দেখা'তে পারি। (ঘোম্‌টা তুলিয়া মুখ দেখান।)

শরৎলক্ষ্মী। তোমরা কেবলি বাজে কথায় সময় নষ্ট ক'রছ। শুনেছি, শ্যামনীরদ বাবু বেশ গান গাইতে জানেন। থিয়েটারে প্রায়ই যাতায়াত ক'রে থাকেন। আমরা আ'জকে ওঁর গান শুন্‌ব। কিছুতেই ছা'ড়বনা।

(বরকে সম্বোধন করিয়া) ভাই, তোমার রসিকতার কথায় আমাদের আর মন উঠ্‌ছে না। এখন একটী গান কর, আমরা শুন্‌ব।

শ্যামনীরদ। আমি ভাল গাইতে জানিনে। লোকের কাছে শুনে, সামান্য দুটো একটা গান শিখেছি। একটী গান গাইতে রাজি আছি। কিন্তু আগে আপনারা প্রতিশ্রুত হ'ন, আপনারাও একটী একটী গান গাইবেন।

নিতম্বিনী। তুমিতো দেখ্‌ছি ভারি সেয়ানা। আগে আমাদের কাছে কথা নিয়ে, তবে গান গাইবে। আচ্ছা তোমার কথা রাখ্‌ব। আমরাও দুটী একটী গান গাব। আগে তুমি গাও।

শ্যামনীরদ।

বেহাগ—মিশ্র।

আজ্‌কে চাঁদের হাট ব'সেছে,
চাঁদের গলায় তারার মালা,
কে গো তোরা চাঁদ নিবি আয়,
দেখ্‌'সে হেথা চাঁদের খেলা।
চাঁদের হাসি খেল্‌ছে ঘরে,
চাঁদের কথায় মাণিক ঝরে,
চাঁদে চাঁদে ঢেউ খেলেছে
চাঁদ ধ'রেছে চাঁদের গলা।

আশে পাশে সব্ ভরা চাঁদ,
ঘিরে নবীন চাঁদের ডালা,
লাজে ব'সে ঘোম্‌টা টেনে,
ফুট্‌ছে তবু চাঁদের আলা।

মানদা। দেখ দিদি,—আমাদের নতুন বরের রসিকতা দেখ। গানের শেষে উনি বল্‌ছেন, আমরা সব ভরা চাঁদ হ'য়ে ওঁর নবীন চাঁদের ডালাটীকে ঘিরে ব'সে আছি! শোন্‌লো নীলা, তুইও শোন্; তোর বরের কথা শোন্। কপালগুণে তুই খুব রসিক বর পেয়েছিস্। এই রসিক রতনকে কখনও যেন চোখের আড়্ করিস্‌নে। রসিকতা না জান্‌লে কখনও প্রণয়ে সুখ হয় না।

শ্যামনীরদ। আমি গান শোনালেম্, এখন আপনারা শোনান্। (নিতম্বিনীর দিকে চাহিয়া) প্রথমে আপনি একটী গান্।

নিতম্বিনী। আমরা ভাল গাইতে জানিনে, এই দুঃখ। আমরা তোমাদের মত থিয়েটার-ঘেঁসা নই, যে থিয়েটারে গিয়ে নানা রকম গান শিখ্‌ব। আজকাল গ্রামোফোন্ উঠে, তারি কল্যাণে ঘরে বসে দুটো একটা গান শিখেছি। দেখো ভাই, আমাদের গান শুনে কারু কাছে যেন নিন্দে টিন্দে ক'রো না। তবে আমাদের মধ্যে শরৎলক্ষ্মী গায় ভাল। তার গান শুনে তুমি খুসী হবে। শরৎ, আগে তুমি গাও।

শরৎলক্ষ্মী। না দিদি, তুমি আগে গাও। তারপর আমি গাব। দেখ্‌তে পাচ্ছি, তোমার ওপর নতুন্‌ বরের বড্ডো টান্‌।

নিতম্বিনী।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঢিমে কাওয়ালী।

প্রণয় কি নিধি বিধি, নিরজনে নিরমিল।
নিরমল শশী হ'তে, শোভা তার নিরমল।
দয়িত অমূল্য নিধি, সৃজন করিলা বিধি,
চোখে রাখি নিরবধি, তবু সাধ না মিটিল।
সদা সাধ হয় মনে, ব'সে থাকি নিরজনে,
নিরখি স্বরগ ছবি, পরাণ করি শীতল।

শ্যামনীরদ। অতি সুন্দর গান ক'রেছেন। আপনার গলা বড় মিষ্টি। আপনি আবার ন্যাকা সেজে ব'লছিলেন, ভাল গাইতে জানিনে। যাহোক্, এবার আমি মিনার্ভা থিয়েটারের ম্যানেজার বাবুকে ব'ল্‌ব, কোনও নতুন নাটকের অভিনয় হ'লে যেন আপনাকে নিয়ে যায়।

মানদা। শোন্‌, দিদি, বরের মুখে আবার নতুন্‌ রকমের কথা শোন। তোমাকে নিয়ে থিয়েটারে গান করাতে চায়। ইচ্ছা হয়, আবার ভাল ক'রে কান ম'লে দিয়ে, বরের বেয়াদবির সাজা দি।

নীতম্বিনী। আর কান ম'লে কাজ নাই। শরৎ একবার কান ম'লেছে,—বোধহয় তারই ব্যথা এখনও সারেনি। শরৎ, এইবার তুমি একটী গান কর।

শরৎলক্ষ্মী।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

আজি কি বা সুখোদয়। (গো)
নবীন দম্পতি প্রেমে সুখের নিলয়।
চকোর প্রফুল্ল মনে, খেলিছে চকোরী সনে,
ফুলের সুবাস হরি বহিছে মলয়;
পাপিয়া আকুল তানে, বিকল করিল প্রাণে,
সরমে কুমুদী জাগে কমল লুকায়।
চামেলি চাঁপা বকুল, ফুটিল বা কত ফুল,
দলে দলে দিল দেখা মধুপ নিচয়;
সরসী শীতল জল, হেরি কিবা নিরমল,
কুমুদী মুকুরে যেন পতি মুখ চায়।

শ্যামনীরদ। মধুর! অতীব মধুর!! অন্যান্য ভদ্র ঘরের মেয়েদের কথা দূরে থাক্, এমন মিষ্টি গলা আজ কাল্ থিয়েটারেও দে'খ্‌তে পাওয়া যায় না। আজ আমার ভাগ্যগুণে এই বাসর-ঘর ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় সুখকর হ'ল।

শরৎলক্ষ্মী। ভাই,—তুমি আমাদের ভালবাস ব'লে আমাদের গান তোমার মিষ্টি বোধ হ'ল। নইলে, আমাদের গলা কিছু এমন ভাল নয় যে, থিয়েটার-ঘেঁসা পুরুষ মানুষকে শুনিয়ে সুখী ক'রতে পারি। মানদা, তুমি এইবার একটী গাও।

মানদা।

গান।

বেহাগ খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

আজি মধুর জোছনা নিশি, হাসি আসি দেখা দিল।
নবীন দম্পতী সুখ-সরসী-নীরে ভাসিল।
শ্যামল নীরদে দেখি, চাতকী আনতমুখী,
তৃষিত নয়ন তবু লাজে আঁখি না মেলিল,
প্রিয়ার যাতনা হেরি নবঘন বরষিল।

(যবনিকা পতন)



ভ্রমসংশোধন।—এই নাটকের ৩ পৃষ্ঠায় "দ্বিতীয় দৃশ্য" স্থলে "প্রথম অঙ্ক। প্রথম গর্ভাঙ্ক" পাঠ করিতে হইবে।

ঢাকা, বাঙ্গালাযন্ত্রে—শ্রীকামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।